ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-278 ■ 8 July, 2026 ■ আগরতলা ৭ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহারাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টিতে মৃত ১৩, আহত বহু

মুম্বই, ৭ জুলাই (আইএএনএস) ।। গত দু''দিনের টানা প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ায় মহারাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার-এর তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্যোগে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। বন্যা ও ভূমিধসের জেরে প্রায় ১০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।

গত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যের উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। লোনাভালায় গত ৪৮ ঘণ্টায় রেকর্ড ৬২৫ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় রায়গড়ে ২৩৬ মিমি, থানে ১৬১ মিমি, রত্নগিরিতে ১৫২ মিমি, পালঘরে গড়ে ১৩২ মিমি এবং মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ১০০ থেকে ১৬১ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে।

অবিরাম বৃষ্টিতে রাজ্যের একাধিক নদীর জল বিপদসীমার উপরে উঠে গিয়েছে। উলহাস, কালু ও পিঞ্জল নদী সতর্কতামূলক স্তর অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে আম্বা, সাভিত্রী, কুন্দলিকা, পাতালগঙ্গা, জগবুড়ি ও উলহাস নদী বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বদলাপুর, মোহানে ও জাম্ভুলপাড়ায় বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ের মানখুর্দ এলাকায়। সেখানে একটি বহুতল ভবন ভেঙে বস্তির উপর পড়ে যাওয়ায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। এছাড়া শহরতলিতে গাছ ভেঙে পড়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। থানেতে একটি ভবনের অংশ ভেঙে পড়ে দুই জন আহত

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ওয়ানাড়ে ভূমিধ্বসে মৃত্যু ১ আহত ৭, নিখোঁজ ৭

তিরুবনন্তপুরম/ওয়ানাড়, ৭ জুলাই (আইএএনএস) ।। কেরলের ওয়ানাড় জেলার আনাক্কামপোয়িল—কাল্লাডি টানেল সড়ক প্রকল্প এলাকায় ভয়াবহ মাটিধসে একজন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন সাতজন এবং এখনও সাতজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীশন। তিনি ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ট্র্যাজেডি' বলে অভিহিত করেছেন।

মাটিধসের ঘটনাটি ঘটেছে কাল্লাডির মীনাক্ষী সেতুর কাছে, যেখানে টানেল সড়ক প্রকল্পের ওয়ানাড় প্রান্তে নির্মাণকাজ চলছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টার টানা প্রবল বৃষ্টির জেরে খনন করে তোলা বিপুল পরিমাণ মাটির স্তূপ ধসে পড়ে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রিফর্ম, পারফর্ম ও ট্রান্সফর্ম মন্ত্রে

বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

জাকার্তা, ৭ জুলাই (আইএএনএস) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার বলেছেন, 'রিফর্ম, পারফর্ম ও ট্রান্সফর্ম' মন্ত্রকে সামনে রেখে ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই নীতির ফলে দেশের উন্নয়নের গতি যেমন ত্বরান্বিত হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির ধারাবাহিক অগ্রগতি আজ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় প্রবাসীরা ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রকৃত দূত হিসেবে কাজ করছেন।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তোর সাম্প্রতিক ভারত সফরের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে সফরকালে প্রবোও বলেছিলেন, আমার শরীরে ভারতের ডিএনএ রয়েছে। এই মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি বলেছিলেন যে আপনার ডিএনএ-তে ভারতের ছাপ রয়েছে। সেই একটি বাক্য কোটি কোটি ভারতীয়র হৃদয় জয় করেছিল এবং আজও সেটিই সর্বাধিক করতালির সৃষ্টি করেছে। আমি বলতে চাই, এই ডিএনএ গড়ে উঠেছে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং অভিন্ন ইতিহাসের ভিত্তিতে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক শুধুমাত্র

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মোদিকে ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান

জাকার্তা, ৭ জুলাই (আইএএনএস)।। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা অব দ্য রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া' পদকে ভূষিত করার ঘোষণা করেছেন।

১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত 'বিনতাং আদিপূর্ণা' ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক ও সামরিক সম্মান। অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদক প্রদান করা হয়।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহাকরণের সামনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ই-রিক্সা চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। রাজধানীর মহাকরণের সামনে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ই-রিকশা চালকের। মৃতের নাম পার্থ দাস। তাঁর বাড়ি ভাটি অভয়নগর এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে চলার সময় হঠাৎই ই-রিকশাটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় পার্থ দাসকে উদ্ধার করে দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পার্থ দাসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার-পরিজন ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে, তিনি একটি ছোট সন্তানের বাবা ছিলেন। তাঁর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রেললাইনে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার চারুপাশা রেললাইন এলাকা থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম মনতোষ দাস (২৪)। তিনি দেওচড়া মৌচাক ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ চারুপাশা রেললাইনের ওপর এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। পরে পরিবারের সদস্য ও

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে পেপারলেস হাসপাতাল গড়ে তোলা লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও গতিশীল করে তুলতে পেপারলেস হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে ত্রিপুরা সরকার। মঙ্গলবার এক সরকারি অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানান, বর্তমানে একটি নবনির্মিত হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে সম্পূর্ণ পেপারলেস পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প সফল হলে পর্যায়ক্রমে রাজ্যের অন্যান্য সরকারি হাসপাতালেও একই ব্যবস্থা চালু করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসার ঘটাচ্ছে। মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিষেবা চালু হয়েছে। এবার হাসপাতালগুলিকেও সেই ব্যবস্থার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালু করছি। যদি এটি সফল হয়, তাহলে রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালেও পেপারলেস ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।' তাঁর মতে, সরকারের লক্ষ্য প্রশাসনের সব ক্ষেত্রেই ধাপে ধাপে পেপারলেস শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে পরিষেবা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং কার্যকর হয়।

এদিন জেনেরিক ওষুধ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে দ্রুত জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাড়াতে সরকার আগ্রহী। তবে সব ধরনের ওষুধ বর্তমানে জেনেরিক আকারে বাজারে পাওয়া যায় না, যা এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার দ্রুত শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু ওষুধ জেনেরিক হিসেবে পাওয়া যায় না। সেগুলি কীভাবে সংগ্রহ করা যায়, তা নিয়েও সরকার চিন্তাভাবনা করছে।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, একদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডিজিটাল রূপান্তর ঘটিয়ে হাসপাতালগুলিকে আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আইন শৃঙ্খলার অবনতি সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।।রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, স্মার্ট মিটার প্রকল্প, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সাম্প্রতিক অপরাধমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শানাল প্রদেশ কংগ্রেস। আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী একাধিক ইস্যুতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় এবং দলের কোষাধ্যক্ষ শ্যামল পাল।

প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, স্মার্ট মিটার প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করা হচ্ছে এবং সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ভোগান্তি বাড়ছে। তাঁর দাবি, বর্তমান স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অপব্যবহার করে জনস্বার্থবিরোধীভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ধর্মনগর, তেলিয়ামুড়াসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সার্ভার সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিল জমা দেওয়া এবং অন্যান্য পরিষেবা গ্রহণে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। সার্ভারের ত্রুটির কারণে সাধারণ মানুষ কেন ভোগান্তির শিকার হবেন, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন কংগ্রেস মুখপাত্র। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পেলেও অপরাধ দমনে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হলেও মূল চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এসব ঘটনার পেছনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদত থাকতে পারে।

এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে কংগ্রেস। পাশাপাশি আগরতলার রাম মন্দিরে প্রণামির অর্থ চুরির ঘটনা এবং বিশালগড় এলাকায় সাম্প্রতিক বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল, বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জুলাই ।। খোয়াই থানার অন্তর্গত মহাদেব টিলা এলাকায় নিজের বাড়িতে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ওই ব্যক্তিকে বাড়ির ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে বিষয়টি খোয়াই থানায় জানানো হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের সব স্কুলে বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক, নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। ত্রিপুরার সমস্ত সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের পাঠদান জাতীয় সঙ্গীত 'জন-গণ-মন'-এর পাশাপাশি জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সমবেতভাবে গাওয়ার মাধ্যমে শুরু হবে। আজ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নির্দেশে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি জারি করা নির্দেশিকায় জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর যথাযথ মর্যাদা, শিষ্টাচার এবং সরকারি স্বীকৃত সংস্করণ অনুসরণের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশিকার আলোকে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে এই নীতি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকার স্বীকৃত অনুদানপ্রাপ্ত এবং অনুদানবিহীন সমস্ত মাদ্রাসা বিদ্যালয়েও প্রতিদিনের প্রাতঃকালীন সমাবেশে প্রথমে 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ এবং পরে জাতীয় সঙ্গীত 'জন-গণ-মন' পরিবেশন করতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, জাতীয় গান পরিবেশনের সময় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, যুবসমাজের মধ্যে জাতীয় সংহতি, দেশপ্রেম এবং জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ প্রশাসন (গোপনীয় ও মন্ত্রিসভা) দপ্তরের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়। পরবর্তীতে ৩ জুলাই অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে তা কার্যকর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি পাঠ্যপুস্তক চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই।। *উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের গুদামে চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে নৈশপ্রহরীর হাতে আটক হন এক যুবক। ধৃতের নাম মিঠুন দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।*

জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে গুদাম থেকে সরকারি পাঠ্যপুস্তক বের করার সময় কর্তব্যরত নৈশপ্রহরীর সন্দেহ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ওই যুবককে হাতেনাতে আটক করে বিষয়টি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে জানান।

মঙ্গলবার সকালে ধৃত মিঠুন দাসকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ড্রেন ভরাটের অভিযোগে উত্তেজনা কৈলাসহরের লক্ষ্মীপুরের কুবঝারে

ব্যাহত নিকাশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ জুলাই ।। কৈলাশহর মহকুমার লক্ষীপুর মৌজার অন্তর্গত ১০৯০ খতিয়ানের ১৭৮০ নম্বর লং প্লট সংলগ্ন পূর্ত দপ্তরের ড্রেন ভরাটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুবঝার এলাকায়। অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই নয়নজলির একটি অংশ ভরাট করে দেওয়ায় শহরের বৃষ্টির পানি ও নিকাশি জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা দিলওয়ার হোসেন বাচ্চুর মালিকানাধীন জমির সামনের অংশ দিয়ে পূর্ত দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ড্রেন প্রবাহিত হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, এই নয়নজলির মাধ্যমেই শহরের বিভিন্ন এলাকার বৃষ্টির পানি ও নিকাশি জল নিষ্কাশন হয়। সম্প্রতি ওই নয়নজলির একটি অংশে মাটি ফেলে ভরাট করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে, যার ফলে জল প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় কয়েকজন সচেতন নাগরিক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৬ জুলাই লক্ষীপুর তহশিলের তহশিলদারের নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখে।

পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তহশিলদার জানান, প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তাঁর বক্তব্য, হেনা বেগম নামে এক ব্যক্তি দিলওয়ার হোসেন বাচ্চুর জমির সামনের অংশে অবস্থিত ড্রেনের ওপর মাটি ফেলে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে জমির মালিক দিলওয়ার হোসেন বাচ্চু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "আমার জমির সামনের অংশ ভরাট করা হয়েছে ঠিকই, তবে এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকেই ভুলবশত আমাকে দায়ী করছেন। আমার প্রতিবেশী এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী এই কাজ করেছেন

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বর্ষায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে আধিকারিকদের নির্দেশ বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই ।। বর্ষাকালে রাজ্যের কোথাও যেন বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত না হয় এবং সাধারণ মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৈঠকে তিনি রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি, বর্ষাকালীন প্রস্তুতি এবং গ্রাহক পরিষেবার প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা সমেত শীর্ষ আধিকারিকরা। এই বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা ও খোয়াই জেলার বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বর্ষাকালে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ঝড়-বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোথাও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে দ্রুত পরিষেবা প্রদান করতে সমস্ত কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ৮ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৩ আষাঢ়, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

প্রতিরক্ষায় ইতিহাস গড়ির পথে ভারত

ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে ইতিহাস গড়িয়া ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বহুল প্রতীক্ষিত ব্রহ্মোস চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জাকার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেওয়া হয়।ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের পর ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসাবে ভারতের এই সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল কিনিতে চলিয়াছে। আনুমানিক ২০০ মিলিয়ন ডলারের এই চুক্তি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এক বিশাল মাইলফলক।শুধু ব্রহ্মোস নয়, ভারত তার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ''আস্ত্রা'' এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেমও ইন্দোনেশিয়াকে সরবরাহ করিবে।ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা বাড়াইতে এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে খনিজ সম্পদ , মহাকাশ গবেষণা ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটি নিয়াও একগুচ্ছ মউ স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইন্দোনেশিয়া সফরকে কেন্দ্র করিয়া দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন গতির সঞ্চার হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রদূত সন্দীপ চক্রবর্তী জানাইয়াছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ জোর দেওয়া

হইয়াছে।বিশেষজ্ঞ মহলের নজর এখন ভারতের সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল 'ব্রহ্মোস'-এর দিকে। রাষ্ট্রদূত জানাইয়াছেন, এই ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি নিয়া আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরেই এই বিষয়ে কোনও ইতিবাচক ঘোষণা বা 'ভালো খবর' পাওয়া গয়াছে। কৌশলগত দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের এই প্রতিরক্ষা চুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতিরক্ষার পাশাপাশি এবারের সফরে গুরুত্ব পাইয়াছে খনিজ সম্পদের ক্ষেত্র। ইন্দোনেশিয়ার খনিজ বাজারে চিনের প্রভাব থাকিলেও, জাকার্তা যে ভারতের মতো অন্যান্য দেশের সঙ্গেও অংশীদারিত্ব বাড়াইতে আগ্রহী, তাহা রাষ্ট্রদূতের কথায় স্পষ্ট। এই সফরে খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো।উল্লেখ্য, এটি প্রধানমন্ত্রীর চতুর্থ ইন্দোনেশিয়া সফর। দুই দিনের এই ব্যস্ত সূচিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়েও একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মোদির এই সফর ভারত-ইন্দোনেশিয়ার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এক উচ্চতর স্তরে নিয়া গিয়াছে বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন রাষ্ট্রদূত সন্দীপ চক্রবর্তী।

সাধারণ মানুষের পাশে 'রামজি শ্রমদান কমিটি', খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের অভিনব উদ্যোগ

খোয়াই, ৭ জুলাই: সাধারণ পরিবারের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে আর্থিক চাপ কমাতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতি। পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারীর উদ্যোগে পূর্ব সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে গঠন করা হয়েছে 'রামজি শ্রমদান কমিটি', যা ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

জানা গেছে, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির অধীন পূর্ব সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গঠিত এই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন সাধারণ পরিবারের সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহযোগিতা করবেন। অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে পঞ্চায়েত সচিব, রেগামাস্টার, পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এবং সমাজসেবীরা একযোগে অংশ নেবেন।

উদ্যোক্তাদের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে একটি পরিবার গড়ে প্রায় ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ সাশ্রয় করতে পারবে, যা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য সহায়ক হবে।

'রামজি শ্রমদান কমিটি'-তে রয়েছেন পঞ্চায়েত সচিব নরেশ দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত উপপ্রধান প্রহ্লাদ তাঁতি, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, জিআরএস কর্মী এবং এলাকার একাধিক সমাজসেবী।

পঞ্চায়েত সচিব নরেশ দেবনাথ এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

অন্যদিকে, পূর্ব সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুশীল শুক্ল দাসও পঞ্চায়েতের এই মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। স্থানীয়দের মতে, সরকারি জনপ্রতিনিধি, কর্মী ও সমাজসেবীদের সম্মিলিত এই স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক উদ্যোগ শুধু আর্থিক সাশ্রয়ই করবে না, বরং সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনও আরও সুদৃঢ় করবে।

আগরতলায় শুরু হচ্ছে চার দিনব্যাপী জাতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী 'সৌল অন ক্যানভাস'

আগরতলা, ৭ জুলাই: শিল্পপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আসামের জেনিথ এবং পশ্চিমবঙ্গের চিত্রাঙ্গন-এর যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৪ থেকে ১৭ জুলাই আগরতলার ললিতকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তৃতীয় জাতীয় দলীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী 'সৌল অন ক্যানভাস'। চার দিনব্যাপী এই আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হবে।

আগামী ১৪ জুলাই বিকেল ৫টায় প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য টিঙ্কু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এস. সুরেশ কুমার (গ্রাফিক সুপারভাইজার, ললিতকলা একাডেমি), সুমন মজুমদার (জিসি/ইবি সদস্য, ললিতকলা একাডেমি, নয়াদিল্লি) এবং বিশিষ্ট শিল্পী সংঘমিত্রা নন্দী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য, গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়া ১৫ জুলাই সারাদিনব্যাপী একটি চিত্রশিল্পী শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সরাসরি চিত্রাঙ্কনে অংশ নেবেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪০ জনেরও বেশি শিল্পী অংশগ্রহণ করছেন। প্রদর্শনী শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীকে শংসাপত্র, শুভেচ্ছা স্মারক, উত্তরীয় এবং একটি স্মারক প্রকাশনা প্রদান করা হবে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ত্রিপুরার শিল্পপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের প্রতি পরিবার-পরিজন নিয়ে এই জাতীয় স্তরের চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী উপভোগ করার আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে হোক তাহলে বন্দেমাতরম

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ধারণা'র অনেক কিছুই সময়ের সাথে প্রমাণিত হয় তা ছিল ভ্রান্ত ধারণা। তা কিছু মানুষ নিজেদের উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক তত্ত্বের ডাকে তৈরী করে। এক বড় ভ্রান্ত ধারণার নাম- বঙ্কিম- রবীন্দ্র দ্বন্দ্ব। ভিন্ন মত পোষণ করলেই কি তা দ্বন্দ্ব? কোনো একটা বিষয়ে, পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যদি কেউ তাঁর বিশুদ্ধ স্বাধীন মত দান করেন এবং তা যদি হুবহু না মেলে। তাহলেই কি বলা যায় - একজন আর একজনের নীতি দর্শন বোধের পূজারী নন, সমর্থক নন। বোধ জগতে সৃষ্টি জগতে এতোটাও সরলীকরণ করাটা যুক্তিতে ভুল। ব্যাখাতেতো আরো ভুল। আজ যখন পূর্ণ বন্দেমাতরম সব বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের পূণর্মূল্যায়ন হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙালির কাছে অনেকটাই অচেনা, তাঁর সৃষ্ট আনন্দমঠ যে এখনও সবার হাতেই নেই। মনে ধরার প্রশ্নই ওঠে না। সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক- চরিত্র বাঙালিকে ডাক দেবে কালে কালে যুগে যুগে। তাঁরা জানান দেন আমরা বাহুতে বলবান, বিদ্যায় গুণে জ্ঞানে পূর্ণ ছিলাম। আবারও পূর্ণ হব। প্রসঙ্গ এবার রবীন্দ্রনাথ- বঙ্কিমচন্দ্র। এখনও কিছু মানুষের ন্যারেটিভ এটাই- বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম গানটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীর, সাহিত্য সমালোচনামূলক। জাতীয়তাবোধেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম দর্শনে কিছু সূক্ষ্ম তফাত আছে। ন্যাশনালালিজমকে কোনো গন্ডিতে বাঁধতে রাজী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তিনি যখন বিশ্বমানবতায় ভরসা রাখছেন এবং ন্যাশনালালিজমে খানিক ভীত- তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আগ্রাসন এবং উন্মত্ত বিশ্ব দেখে তাঁর এটাই ধারনা জন্মে- ন্যাশনালালিজম যেন আগ্রাসন না আনে, তাই ইন্টারন্যাশনালিজম তাঁর কাছে অধিক পছন্দের। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত গভীর জাতীয়তাবাদী যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে, যাঁরা ভারতমায়ের সেই আগের সোনঝরা রূপ ফিরে পেতে চান। তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সূক্ষ্ম তফাত আছে। বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধেই শুধুমাত্র না, নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধেও বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ চর্চা সমালোচনা মত দান করেন। মতভেদ যে কোনো সৃষ্টির জন্য উপহার। তাকে যদি এখন বিতর্ক বলে চিহ্নিত করি- তা একান্তই আমাদের অপদার্থতা। মার্কসবাদী লেখক সুপ্রকাশ রায়ও একটা সময় বলেন- বঙ্কিম বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনে হিন্দু ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসন তাহা পুনরুদ্ধার করিবে এবং তাহা জয়যুক্ত হইবে। যে সময় মুসলমানরা ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময় এইভাবে তিনি হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করিয়াছেন। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, তৃতীয় সংকলন) - এটাই হল আসল রহস্য, কমিউনিস্ট পার্টির ন্যারেটিভের সাথে আনন্দমঠ একেবারেই বেমানান। তা যদি হয়ও, তা বলে বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, এমনকি নিজেদের তৈরি কল্পনায় রবীন্দ্র- বঙ্কিম সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গিটাও তৈরী করবে! পশ্চিমবঙ্গে এবং পুরো বাঙালি সমাজের মধ্যেই আনন্দমঠ বিষয়ে একটা চাপা ঝগড়া ছিল। এখনও যে থেমে গেছে এমন না। আসল বিষয়টা ভিন্ন- ১৯৮৩ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আনন্দমঠ'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাগিয়ে দিল। সে বছর ১৫ ই ডিসেম্বর যখন আনন্দমঠের শতবার্ষিকী পালন হচ্ছিল তখনই বিতর্ক শুরু। বিতর্ক শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই এম সম্পাদক সরোজ মুখার্জি। সরোজ মুখার্জির মতে এটি সাম্প্রদায়িক, বঙ্কিম সাহিত্যের ত্রুটি। এই কথায় সেদিন প্রণব মুখার্জি ক্ষিপ্ত। তীব্র বিরোধিতা করলেন। পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর ভক্তিভূষণ থেকে রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ সবাই সেদিন আনন্দমঠ'কে জাতীয়তাবোধের দীপশিখা বলে শ্রদ্ধা জানান। আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম বিষয়ে কমিউনিস্টদের একটা হালকা এলার্জি আজকেও আছে। তারা আজকেও প্রমাণ করতে চায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই সৃষ্টির সাথে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ মতভেদ। অতএব রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সম্পর্কটা বেশ তিক্ত। একটা সময় আসবে যেদিন এই ব্যাখ্যা ন্যারেটিভের জন্যও ওদের ভুল স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে সুভাষ চন্দ্র বসু'কে বন্দেমাতরম গানটি বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত দেন। ১৯৩৭ এর ১৯ শে অক্টোবরের সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন - দুর্গার যে রূপ বর্ণনা হয়েছে তা কি গোঁড়ামির জেদে মুসলিমরা মেনে নেবে? এবং নিজস্ব মতদান করলেন- ' কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীন ভাবে সংগত হোতেই পারে না।' এই চিঠিটি একেবারেই ব্যক্তিগত পত্র। এও ঠিক যুগপুরুষদের কিছুই আর ব্যক্তিগত থাকেনা। তাঁদের প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাসেও আমরা মর্ম খুঁজি। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে স্পষ্ট করেছেন- যেহেতু মুসলিমদের একাংশ গোঁড়া তাই এই গানের দুর্গা ভক্তি অংশ তাদের জন্য অস্বস্তির ঠেকবে। এবার আসল সত্য খুঁজি। রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বসু'কে যখন এই চিঠি লিখছেন তখন উত্তাল দেশ। তখন সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হলাহল, দেশ ভাগ হওয়ার রাজনৈতিক অপশক্তি ক্রমে জাগছে। কিন্ত আমরা যদি ইতিহাস ঘাঁটি। সত্য কিন্তু ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ যখন উদিয়মান তখন মধ্যগগনে বিরাজ করছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সেদিনও যতোটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ততোটাই তাঁর ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সমালোচনাও করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্কিম সাহিত্য সমালোচক তখন কিন্তু নিজের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও সাথে পেলেন না রবি ঠাকুর। এটাই তো সৃষ্টির আজব খেলা। স্রষ্টারা বিবাদ ও সম্মান দুইই একযোগে করেন। এই ঠাকুরবাড়িইতো সেদিন বন্দেমাতরমে সুর দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে যে রবীন্দ্রনাথ বিবাদ করছেন সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর তৈরী বন্দেমাতরমের প্রথম দুটি স্তবকে সুর দিলেন। আর বাকিটা? বাকিটা কে করলেন? 'জীবনের ঝরাপাতা' বইতে কবিগুরুর ন'দি স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্যা সরলাদেবী লিখছেন' একদিন মাতুল আমাকে ডেকে বললেন তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল না। ওরকম ভার মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে ''সপ্তকোটি কন্ঠ কলকলনিনাদ করালে'' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুন্ত্রে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল। -- অতএব নিশ্চিত হওয়া গেল, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন, সমগ্র ঠাকুরবাড়ি যাঁরা নবজাগরণের প্রদীপ ধরেছেন তাঁরা সবাই সম্পূর্ণ বন্দেমাতরমে বোধ, দেশপ্রেম সুর, জাতীয়তাবাদী ছন্দ পেয়েছেন। তাঁরা সব সভা সমিতিতে মায়ের সেবা করেছেন এই আশ্চর্য বঙ্কিম শব্দ আর ঠাকুরবাড়ির সুর মিলনে। সরলাদেবী চৌধুরাণী যখন ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির সভায় আমন্ত্রিত সেদিন ধ্বনি উঠল - বন্দেমাতরম। তারপরেই বন্দেমাতরম নিষিদ্ধ ঘোষণা হল। তা কিন্তু দুর্গা তথা ভারতমায়ের রূপ সম্পদ শক্তি বর্ণনার জন্য ব্যান হয়নি। তা ব্রিটিশদের রাতের ঘুম কেড়েছিল। তা যুবক দেশপ্রেমিকের মনের জোর বুকের অক্সিজেন। এই গান মানেই তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচার। তখন গানটির প্রথম দু- স্তবক গাওয়া, সেই সময়ের জন্য আপাত প্রথা তৈরি হল। অর্থাত তখনকার মত প্রয়োজনে। এখন কিন্ত ব্রিটিশ নেই, বড়লাট নেই। বঙ্গভঙ্গ নেই। মুসলিম লিগের জোর নেই। পাকিস্তান ভাগের কথাও নেই। তাহলে এখনও কেন এ গান নিয়ে কিছু শ্রেণির প্রচ্ছন্ন আপত্তি? বিশেষ করে সম্পূর্ণ গানে? যদি দুর্গা রূপে কেউ এখনও সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ আতস কাঁচে খুঁজে পান। তাহলেতো 'বন্দেমাতরম ' শব্দেও সাম্প্রদায়িকতা। বন্দে- শব্দটি ইসলামিক না, আদ্যোপান্ত তৎসম ঘেঁষা। যা ভারতীয়ত্ব, তাই উদারতাবাদী হিন্দুত্ব। সেদিন যত দেশপ্রেমি মুসলিম দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, বন্দেমাতরম বলতে বলতেই ব্রিটিশের অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁদের কেউ কিন্ত কখনও বন্দেমাতরম বিষয়ে একটাও নেতিবাচক কথা বলেননি। বন্দেমাতরমে মুসলিম লিগ ও তার সমান্তরাল মননের মানুষরাই সাম্প্রদায়িক শব্দ, স্তবক খুঁজে পেল। মুসলিম লিগ যেভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়াচ্ছিল, তাতে আস্ত দেশ টিকিয়ে রাখাটাই যখন বড় চ্যালেঞ্জ। সেই আবহে (১৯৩৭) রবি ঠাকুর যদি বন্দেমাতরমে দুর্গা স্তবক বিষয়ে আরো একবার সাম্প্রদায়িকতার ভয় পান- তা সেই সময়ের জন্য খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম'কে কোনো জাতীয়তাবাদী দার্শনিক উপেক্ষা করতে পারেননি। এ যে আবেগ মন্ত্র। এ যে জীবন মন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আশা ছিল 'যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।' বঙ্গদেশ নয়, আসমুদ্রহিমাচল জেগে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে ভবানন্দের মুখে গানটি বসালেন। দেশ এক মায়ের রূপ। মাতা বসুন্ধরাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ লিখছেন তখন তাতে সময়ের অনিশ্চিত রূপ এবং কেমন করে দেশের হৃত গৌরব ফেরানো যায় সে চিন্তায় ব্যাকুল। উনিশ শতকে দেশের জাতির ভীষণ বিপদ বঙ্কিমচন্দ্র টের পান। তারপর বিশ শতকে পরিস্থিতি রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হল। রবীন্দ্রনাথ যখন ''ঘরে বাইরে'' লিখলেন তাতো খুব স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দমঠের ন্যারেটিভের থেকে কিছু পৃথক হবে। রবীন্দ্রনাথই কিন্ত ঊনবিংশ শতকে বন্দেমাতরম সম্পূর্ণ গাইলেন। তারপর বঙ্কিম মৃত্যুর পর কবিগুরু উত্তাল রাজনৈতিক দৃশ্যের সাক্ষী। জাতীয়তাবোধের সংজ্ঞাও তাঁর আর ঋষি অরবিন্দের খানিক ভিন্ন। তাঁর আর সুভাষ বসু'রও খানিক ভিন্ন। দার্শনিক বুবারের সাথেও জাতীয়তাবোধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। তা যখন পুস্তক আকারে বাঁধা হল তখন তা বিশ্বচেতনার সম্পদ। রবীন্দ্র বঙ্কিম প্রশ্নবোধটাও ঠিক তেমনই। বঙ্গভঙ্গের পর পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক রূপটাই গেল বদলে। হিন্দু মুসলমান- শব্দ দুটি রাজনীতির অংশ হল। যুগান্তর দল একদিন চিৎকার করে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানন্দ চরিত্রের মতোই বলেছিল - 'ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্তও যায়। এই নেশাখোর গোরাদের না তাড়াইলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?' হিন্দুর হিন্দুয়ানী বৃহত্তর ভাবে সমগ্র ভারতের আত্মবিশ্বাস। যা দল মত ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে সবাইকেই রক্ষা করতে পারে। সেই অর্থেই বিপ্লবীরা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ''ঘরে বাইরে'' উপন্যাসে দুই বন্ধু - সন্দীপ আর নিখিলেশের তর্ক হল 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র নিয়ে। নিখিলেশের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন 'দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে।' আসলে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম ' বলেই অনেকে নিজের দোষ ঢাকতে পারছে। প্রতিপ্রশ্ন ভারতীয় দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথ সেটাই করেছেন। অস্থির সারা বিশ্ব। ঠিক সেই সময়েই রচনা ''ঘরে বাইরে'' উপন্যাস এবং অস্থিরতম যখন আমাদের দেশ তখন রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধেও ''উগ্রতা'' পেলেন। অত্যন্ত সচেতন তখন তিনি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম'কে উনি বদলানোর, কেটে ছোটো করে গাইবার নিদান খোলা মঞ্চে বার্তায় দেননি। কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান আনন্দমঠ, বন্দেমাতরম বিষয়ে ১৯৩৭ এ যা ছিল, তা যে আজ খুব বদলেছে এমনটাও জোর দিয়ে বলা যায় না। ১৯৩৭ এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর বাংলা বিহার মাদ্রাজ সর্বত্র বিদ্যালয়ে যখন বন্দেমাতরম গাওয়ার কথা বলা হল, তখন কিন্ত মুসলিম লিগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি একযোগে এর বিরোধিতা করে। ১৯৩৮ এ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটি এই গানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যায়িত করল। দলের সদস্যদের এই গান গাইতেও নিষেধ করল। ১৯৫০ এর ২৪ শে জানুয়ারি, বন্দেমাতরম- কে যখন জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার কথা উঠল তখনও কঠোর বক্তব্য রাখলেন রাজ্যসভার সাংসদ ভূপেশ গুপ্ত। তারপর হীরেণ মুখোপাধ্যায় বলেন - 'বন্দে মাতরম' নয় বন্দে দুর্গম সুশোভন সরকার, বিপান চন্দ্র, সুমিত সরকার, তপন রায়চৌধুরী, ইফরান হাবিব এবং যত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী প্রায় সকলেই সমষ্টিগত অবস্থানে এক বিন্দুতে উপস্থিত- বন্দেমাতরম- গাইব কেন? এ বোধ কিন্তু আজকেও স্থির। তাই রবীন্দ্রনাথের একটা ব্যক্তিগত চিঠি, দুটো প্রশ্নবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে তারা যদি মনে করে রবীন্দ্র বঙ্কিম বিরোধ করেছেন। তাহলে তা আরো একটা ঐতিহাসিক ভুল হবে। জিন্নাহ খিলাফত আন্দোলনের সময় এই গানকে সাম্প্রদায়িক বললেন কারণ পাকিস্তান তৈরি তাঁর চাই। আমরা আশাও করিনা বাংলাদেশে আজ এই গান হবে। বরং না হলেই ভাল। কিন্তু আমাদের দেশে এই গানের বিরুদ্ধে যে কোনো রেফারেন্স অত্যন্ত দুর্বল রেফারেন্স কারণ তা রাজনৈতিক লোভ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোনো এক কালে করা। তা আজ তাৎপর্যহীন। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে হোক তাহলে বন্দেমাতরম!

পিএম মিত্র পার্কস ভারতের বস্ত্র শিল্পের নতুন ভাগ্যোদয়

শ্রী পবিত্র মার্গেরিতা

শতাব্দী ধরে ভারতের পরিচয় তার বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, কাশ্মীরের পশমিনা দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণতা ও আসামের মুগা রেশমের সোনালি আভা থেকে শুরু করে তামিলনাড়ুর রাজকীয় কাঞ্জিভরম, চান্দেরির বুনন এবং সুরাটের কিংবদন্তিতুল্য বস্ত্রশিল্প পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আজও এই ক্ষেত্রটি আমাদের অর্থনীতির একটি শক্তিশালী স্তম্ভ, যা জিডিপিতে ২.৩ শতাংশ , শিল্প উৎপাদনে ১৩ শতাংশ এবং রপ্তানিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখে। কৃষির পর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হিসেবে, এটি ৪৫ মিলিয়ন মানুষের সরাসরি জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয় এবং পরোক্ষভাবে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, যা গ্রামীণ জনগণের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করে এবং দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ নারীর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে। বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের সুসংহত ইকোসিস্টেমের বিপরীতে, ভারতের বস্ত্রশিল্পের ভ্যালু চেইন ঐতিহাসিকভাবে একটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন মডেলে বিকশিত হয়েছিল। সুতা কাটা, বয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক তৈরি এবং রপ্তানি কার্যক্রম বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিল, যার ফলে একটি পোশাক উৎপাদনের সময় প্রায়শই একাধিক সীমান্ত অতিক্রম করতে হত। এই খণ্ডিত উপস্থিতি কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। এটি ব্যবসার সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং পরিশেষে শ্রম উৎপাদনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

এর সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের সংযোগের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট উচ্চ লজিস্টিকস বোঝা। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে প্রতিটি হস্তান্তরের জন্য অতিরিক্ত হ্যান্ডলিং এবং মাল পরিবহণের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হতো। বহু-পর্যায়ের দূরপাল্লার পণ্য স্থানান্তর ক্রমবর্ধমান লজিস্টিকস খরচ বাড়িয়ে দেয় এবং বাজারে দ্রুত পণ্য পৌঁছানোর সুবিধাকে নষ্ট করে দেয়, যা আধুনিক খুচরা ব্যবসার ঘন ঘন অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক অসুবিধা।

বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ৮ থেকে ১০ শতাংশ এবং শিল্পজনিত জল দূষণের ২০ শতাংশের জন্য বস্ত্রশিল্প দায়ী। হাজার হাজার বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ইউনিটে বিধি-বিধান প্রয়োগ এবং সুস্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঐতিহাসিকভাবে একটি বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ ছিল।

এই বাধাগুলি পদ্ধতিগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে ৪,৪৫৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের সহায়তায় পিএম মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) প্রকল্প চালু করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি একটি সামগ্রিক মডেল প্রবর্তন করে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার, শিল্পপতি এবং বেসরকারি অংশীদারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একযোগে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রবর্তিত দূরদর্শী ৫এফ ফর্মুলা- 'কৃষি থেকে তন্তু', 'কারখানা থেকে ফ্যাশন' এবং 'বিদেশে'। এই দর্শনটি সরাসরি সেই বিষয়টিকে তুলে ধরে যা বিশ্বমঞ্চে ভারতকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। আমাদের সম্পূর্ণ এবং অবিশ্বাস্যভাবে বৈচিত্র্যময় মূল্য শৃঙ্খল সুদৃঢ় হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো যেখানে শুধুমাত্র কাঁচামাল আমদানি বা চূড়ান্ত পোশাক তৈরির ওপর নির্ভর করে, সেখানে ভারত তার কৃষকদের ক্ষেত থেকে শুরু করে হাই-ফ্যাশন রানওয়ে পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদনের সম্পূর্ণ জীবনচক্রে অংশগ্রহণ করে। এই অনন্য গভীরতার কারণে, আমাদের প্রবৃদ্ধির কৌশলে অবশ্যই বিশ্ব প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামাজিক সমতার এক অনন্য ভারসাম্য রক্ষা করে। সম্প্রসারণের সময়, আমাদের অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে উপকারিতা সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে হচ্ছে, যাতে সাধারণ চাষী ও গ্রামীণ তাঁতি থেকে শুরু করে পোশাক রপ্তানিকারক পর্যন্ত কেউই পিছিয়ে না থাকে। পিএম মিত্র কাঠামো এই ভারসাম্যই অর্জন করে। প্রধান কাঁচামাল কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি কৌশলগতভাবে এই পার্কগুলো স্থাপন করার ফলে পরিবহন খরচ কমে যায় এবং উৎপাদনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই নৈকট্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কঠোরভাবে উৎস শনাক্তকরণ ও শনাক্তকরণযোগ্যতো নিশ্চিত করে। যেহেতু বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলো জৈব বা সুস্থায়ী সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক করছে, তাই এই সমন্বিত পার্কগুলো একটি যাচাইযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল প্রদান করে, যা কঠোর বৈশ্বিক ই.এস.জি মানদণ্ড পূরণ করে এবং এর ফলে বিদেশে উচ্চমূল্য আদায়ের পথ প্রশস্ত করে। সুতাকাটা, বয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পোশাক তৈরির কাজ একসঙ্গে ১০০০ একরের বেশি জমির মধ্যে একই স্থানে করার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে পণ্য স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না, যা মাল পরিবহণের খরচ এবং পরিবহনজনিত দূষণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং বাজারে পণ্য পৌঁছানোর গতি বাড়ায়। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর এবং এক্সপ্রেসওয়ের মতো জাতীয় লজিস্টিক করিডোরের সাথে সংযুক্ত থাকায়, বিদেশী বাজারে পণ্য পৌঁছানোর যাত্রা অত্যন্ত সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। প্রতিটি পার্কে রয়েছে প্লাগ-এন্ড-প্লে শিল্প পরিকাঠামো, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডেডিকেটেড পাওয়ার সাবস্টেশন, নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ফ্যাক্টরি শেড। এর পাশাপাশি রয়েছে জিরো লিকুইড ডিসচার্জ (জেড.এল.ডি) প্রযুক্তি ব্যবহারকারী উন্নত কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মতো সাধারণ সুবিধা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর থেকে পরিকাঠামোগত বোঝা সরিয়ে দেয় এবং আমাদের ব্যবসা করার পদ্ধতিকে আরও সহজ করে তোলে। পিএম মিত্র পার্কগুলো দ্রুত নকশা থেকে বাস্তব রূপ নিচ্ছে। এই প্রকল্পে সাতটি কৌশলগত পার্ক রয়েছে: বিরুধুনগর (তামিলনাড়ু), নাভসারি (গুজরাট), কালাবুরগি (কর্নাটক), ধর (মধ্যপ্রদেশ) এবং লখনউ (উত্তরপ্রদেশ)-এ পাঁচটি গ্রিনফিল্ড প্রকল্প এবং এর পাশাপাশি ওয়ারাঙ্গল (তেলেঙ্গানা) ও অমরাবতী (মহারাষ্ট্র)- এ দুটি ব্রাউনফিল্ড প্রকল্প। এখন পর্যন্ত, এই প্রকল্পে মোট ৬৯,৮৯৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ আগ্রহ দেখা গেছে, যার মধ্যে ২৭,৬৫৮ কোটি টাকার কাজ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২৬ সালের ১০ই মে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলে প্রথম কার্যকর পিএম মিত্র পার্কের উদ্বোধন করেন। এই পার্কে ইতোমধ্যে ৩,৮৬২ কোটি টাকার বাস্তব বিনিয়োগ হয়েছে এবং এটি বিশ্বমানের পরিবেশ-বান্ধব পরিকাঠামো চালু করেছে, যা পার্কের সাতটি স্থানেই প্রতিষ্ঠিত সুস্থায়ী মানদণ্ডের পরিচায়ক।

দেশব্যাপী সমান্তরাল বাস্তবায়ন দ্রুত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে সাতটি রাজ্যের সঙ্গেই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, শতভাগ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র সুরক্ষিত হয়েছে। পাঁচটি গ্রিনফিল্ড সাইটের জন্য, যৌথ উদ্যোগ চুক্তি এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সংস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা দ্রুত অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করছে। মধ্যপ্রদেশের ধর, ২,১৫৮ একরের বৃহত্তম পার্কটি, ২১,৪৩৬.৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে, যা গুজরাট (১৩,০৮৪ কোটি টাকা), মহারাষ্ট্র (১২,৯২৫ কোটি টাকা), তামিলনাড়ু (৬,৬০০ কোটি টাকা), উত্তর প্রদেশ (৫, ৩৪৫.৮ কোটি টাকা) এবং কর্ণাটক (১,৭০০ কোটি টাকা) শক্তিশালী গতির-ই প্রতিফলন। এই কার্যকর বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং-এর সক্রিয় নেতৃত্বের একটি প্রমাণ। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বস্ত্র মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে অভূতপূর্ব সহযোগিতামূলক সমন্বয় গড়ে তুলে সফলভাবে তার পরিচালন কাঠামোকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু সংখ্যা কেবল গল্পের একটি অংশই বলে, এর আসল পরিমাপ নিহিত রয়েছে মানবিক প্রভাবের মধ্যে। প্রতিটি পার্ক কাঠামোগতভাবে পরিকল্পিত এবং এটি আনুমানিক ৩ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সাতটি স্থান জুড়ে এর অর্থ দাঁড়ায় ২১ লক্ষেরও বেশি জীবিকা, যা আমাদের গ্রামীণ পরিবার এবং নারীদের জন্য একটি বড় সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি বয়ে আনবে, যারা ঐতিহ্যগতভাবে পোশাক উৎপাদনের মেরুদণ্ড।এই বৃহৎ পরিকাঠামোগত প্রচেষ্টাটি বস্ত্র খাতের উচ্চাভিলাষী ''ভিশন ২০৩০''-এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যার লক্ষ্য এই দশকের শেষ নাগাদ ভারতের বস্ত্র শিল্পকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত করা। ঐতিহাসিক খণ্ডবিখণ্ডতাকে বিশ্বমানের ও সমন্বিত রূপ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে পিএম মিত্র একটি গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন আনছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা ভারতবর্ষকে বস্ত্রশিল্পের এক অবিসংবাদিত, সুস্থায়ী এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করছি।

(লেখক - কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী। প্রকাশিত মতামত একান্ত ব্যক্তিগত।)

রোগ প্রতিরোধ ও গবাদি পশুর ওপর নজরদারি বিষয়ক রাজ্য-স্তরের সেমিনার এআরডি দপ্তরে।

দিল্লির বৃক্ষরোপণ অভিযানের প্রশংসায় অমিত শাহ, 'রিজ' হবে রাজধানীর 'সবুজ ফুসফুস'

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (আইএএনএস): দিল্লি সরকারের ৭০ লক্ষ গাছ লাগানোর উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজধানীর 'রিজ' অঞ্চলকে শহরের 'সবুজ ফুসফুস' হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং দিল্লির পরিবেশ নতুন প্রাণ ফিরে পাবে।

মঙ্গলবার রাজধানীর ৩৪টি স্থানে একযোগে শুরু হওয়া 'মেগা ট্রি প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ'-এর উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। তিনি প্রেসিডেন্টস বডিগার্ডের আবাসস্থল সেন্ট্রাল রিজ এলাকায় একটি চারা গাছও রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি ও যোগেন্দ্র চাঁদোলিয়া, দিল্লির মন্ত্রী পরভেশ ভার্মা এবং মঞ্জিন্দর সিং সিরসা।

এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছে নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি)। সংস্থার লক্ষ্য প্রায় ৬০০টি গাছ এবং ৫০ হাজার ঝোপজাতীয় গাছ রোপণ করা। এনডিএমসির সহ-সভাপতি কুলজিৎ সিং চাহাল জানান, ইতিমধ্যেই ৫০ হাজারের বেশি গাছ লাগানোর জন্য গর্ত প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রিজ এলাকা দেখা যায়। সেখানে বাবুল-সহ নানা ধরনের কাঁটাযুক্ত ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ রয়েছে। এগুলি দেখতে সবুজ মনে হলেও প্রকৃত অর্থে পরিবেশের পক্ষে উপকারী নয়।

তিনি জানান, ১৯৯৪ সালে ৭, ৭৮৪ হেক্টর রিজ এলাকা ভারতীয় বন আইনের আওতায় বিজ্ঞাপিত হলেও গত ৩০ বছরে তার চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

রেখা গুপ্তা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে শাহ বলেন, বর্তমানে ৫, ০০০ হেক্টর রিজ এলাকাকে বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পুরো রিজ এলাকাকে আইনি সুরক্ষার আওতায় আনা হবে। এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার, মাটি ও জলসম্পদ সংরক্ষণ এবং দিল্লির পরিবেশকে নতুন জীবন দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী তিন বছরে গোটা রিজ এলাকায় ধাপে ধাপে পিপল, বট, নিম, গুলার, অর্জুন এবং জামুনের মতো শতবর্ষজীবী দেশীয় গাছ লাগানো হবে। এর মাধ্যমে রিজ এলাকাকে দিল্লির 'সবুজ ফুসফুসে' পরিণত করার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিরও প্রশংসা করেন অমিত শাহ। তাঁর কথায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এটি দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

এনডিএমসির সহ-সভাপতি কুলজিৎ সিং চাহাল জানান, 'এক পেড় মা কে নাম — অন সানডে' অভিযানের আওতায় সংস্থা টানা ৩১টি রবিবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে এনডিএমসি ১,৪৫০ একর সবুজ এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ছয়টি আইকনিক পার্ক, ১২২টি আবাসিক পার্ক, ৯৮১টি সিপিডব্লিউডি পরিচালিত পার্ক, ৫২টি স্কুলের সবুজ এলাকা, ৫১টি ট্রাফিক আইল্যান্ড, ১৪টি বাজার সংলগ্ন উদ্যান এবং প্রায় ১৫ হাজার রাস্তার ধারের গাছ।

চাহালের দাবি, দিল্লির মোট ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ৩ শতাংশ জুড়ে এনডিএমসির অধিক্ষেত্র হলেও, রাজধানীর মোট সবুজ আচ্ছাদনের প্রায় ৫৫ শতাংশ এই সংস্থার অধীনে রয়েছে। ফলে দেশের অন্যতম সবুজ নগর স্থানীয় প্রশাসন হিসেবে এনডিএমসি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

বাহরিনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্কর, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

মানামা, ৭ জুলাই (আইএএনএস): ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর মঙ্গলবার বাহরিনের উপ-প্রধানমন্ত্রী খালিদ বিন আবদুল্লা আল খলিফার সঙ্গে বৈঠক করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে।

বৈঠকের পর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ জয়শঙ্কর লেখেন, 'আজ সকালে বাহরিনের উপ-প্রধানমন্ত্রী খালিদ বিন আবদুল্লা আল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেছি।'

এর আগে সোমবার বাহরিনের রাজা হামাদ বিন ইসা আল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জয়শঙ্কর। সেই সময় তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন।

বিদেশমন্ত্রী জানান, বাহরিনে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তিনি রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জয়শঙ্কর এক্স-এ আরও লেখেন, 'বাহরিনের মহামান্য রাজা হামাদ বিন ইসা আল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। একইসঙ্গে যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী সালমান বিন হামাদ আল খলিফার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিক শুভেচ্ছা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। ভারত-বাহরিন অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মহামান্যের ধারাবাহিক দিকনির্দেশনার আমরা অত্যন্ত মূল্য দিই।'

সোমবারই মানামায় বাহরিনের বিদেশমন্ত্রী আবদুললতিফ বিন রশিদ আল জায়ানির সঙ্গেও বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়া বাহরিনে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ভারত-বাহরিন সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন প্রস্তাব শোনেন তিনি।

জয়শঙ্কর বলেন, বাহরিনে ভারতীয় সম্প্রদায় সে দেশের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং দুই দেশের মধ্যে একটি জীবন্ত সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করছে।

কাতার সফর শেষে জয়শঙ্কর বাহরিনে পৌঁছেছেন। দোহায় তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সেখানে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

ছয় দেশের সফরের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে বাহরিন সফর করছেন জয়শঙ্কর। এর পর তাঁর কুয়েত, ওমান, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাসেলস সফরের কর্মসূচি রয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে ক্ষুব্ধ এমবাপে, প্যারাগুয়ের সিনেটরের মন্তব্য থেকে দূরত্ব সরকারের

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (আইএএনএস): ফিফা বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের কাছে প্যারাগুয়ের হারের পর ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করে তীব্র বিতর্কে জড়িয়েছেন প্যারাগুয়ের সিনেটর সেলেস্তে আমারিয়া। তাঁর এই মন্তব্যকে 'জঘন্য' এবং 'একজন জনপ্রতিনিধির পক্ষে অযোগ্য' বলে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন এমবাপে। একইসঙ্গে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনও এই মন্তব্যকে 'অত্যন্ত ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়েছে।

প্যারাগুয়ের লিবারেল র‍্যাডিক্যাল পার্টির সিনেটর সেলেস্তে আমারিয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের কাছে প্যারাগুয়ের ১-০ গোলে পরাজয়ের পর এক্স (সাবেক টুইটার)-এ এমবাপের উৎস নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেন।

এর জবাবে এমবাপে বলেন, 'আপনি একজন জঘন্য মানুষ এবং আপনার পদে থাকার যোগ্য নন। আপনি প্যারাগুয়েকে প্রতিনিধিত্ব করেন না, যে দেশ এই বিশ্বকাপে আবেগ ও সম্মানের সঙ্গে লড়াই করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আপনার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং প্রকাশ্য বর্ণবিদ্বেষের কারণে বিশ্ব ইতিমধ্যেই আপনার দেশের ফুটবলারদের ঐতিহাসিক সাফল্য ভুলে গিয়ে একজন অযোগ্য মহিলার কথাই মনে রাখবে, যিনি নিজের দেশের সবচেয়ে খারাপ ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন।'

এমবাপে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আপনার মতো মানুষদের ঘৃণা ও বর্ণবিদ্বেষ ছড়ানোর স্বাধীনতা আমি কখনও মেনে নেব না।'

ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনও এক বিবৃতিতে জানায়, এমবাপেকে লক্ষ্য করে করা এই মন্তব্য 'অত্যন্ত ঘৃণ্য, অপরাধমূলক এবং নিন্দনীয়'। ফেডারেশন জানিয়েছে, আইনি পদক্ষেপের জন্য তারা প্রসিকিউটরের দফতরে অভিযোগ দায়ের করবে। পাশাপাশি তারা জানায়, 'ফ্রান্স জাতীয় দলের ফুটবলাররা ফ্রান্সকেই প্রতিনিধিত্ব করেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে আমাদের দেশকেই অপমান করা হয়েছে।'এদিকে, প্যারাগুয়ে সরকারও সিনেটর সেলেস্তে আমারিয়ার মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই মন্তব্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবিক মর্যাদার নীতির পরিপন্থী এবং তা সরকারের বা প্যারাগুয়ের জনগণের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্যারাগুয়ে সরকার মানবাধিকার, সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং বর্ণবিদ্বেষ, বিদেশি-বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও সব ধরনের ঘৃণা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। পাশাপাশি এই মন্তব্যে যাঁরা আঘাত পেয়েছেন তাঁদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ফ্রান্সের জনগণের প্রতিও সম্মান জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর সেই গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতে ফ্রান্স কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে মরক্কোর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (আইএএনএস): দেশের পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক উন্নয়নের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। জাতীয় সড়ক উন্নয়নে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে পেশাগত সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক।

মন্ত্রকের বক্তব্য, বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ গঠনের সুযোগ বাড়ায় তরুণদের মধ্যে আবারও ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশেষ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইআইটি এবং এনআইটি-সহ বিভিন্ন শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রতি বছর গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গেট)-এর মাধ্যমে এনএইচএআই প্রায় ১০০ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে।

মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইআইটি, এনআইটি এবং অন্যান্য স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতকেরা ডেপুটি ম্যানেজার পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। এটি প্রমাণ করে যে দেশের মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকদের মধ্যে জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ বাড়ছে।

শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এনএইচএআই আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্রাকচার্ড ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু করে। প্রথমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের জন্য এক মাসের শীতকালীন ইন্টার্নশিপ এবং পরে ছয় মাসের টার্ম ইন্টার্নশিপ চালু করা হয়।

এই ইন্টার্নশিপে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে, যা দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি হিসেবে উঠে এসেছে।

পরে সামার ইন্টার্নশিপ ২০২৬-এর পরিধি আরও বাড়ানো হয়। এতে বিভিন্ন শাখার ৪২৩ জন ছাত্রছাত্রী এনএইচএআই-এর ১২৫টি ফিল্ড অফিস এবং সদর দফতরের ৫১টি বিভাগে ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দেন।

এই কর্মসূচিতে ৫৯ জন আইআইটি এবং ২৮২ জন এনআইটি-র ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করার আগ্রহের প্রতিফলন বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

এছাড়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত পরিবেশ আরও শক্তিশালী করতে একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় কাঠামো চালু করা, যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবার যথাযথ পারিশ্রমিক নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামোর মাধ্যমে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের ডিপিআর এবং প্রকল্প তদারকি পরামর্শদাতা হিসেবে আকৃষ্ট করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বড় স্বীকৃতি, 'ডিজাইনেটেড রিপোজিটরি' মর্যাদা পেল মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইজল-স্থিত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম (এনএইচএম)-কে জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর ৩৯ নম্বর ধারার অধীনে 'ডিজাইনেটেড রিপোজিটরি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মঙ্গলবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে এনএইচএম দেশের ২১তম ডিজাইনেটেড রিপোজিটরি-তে পরিণত হয়েছে। এর ফলে ভারতের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটির সুপারিশ এবং প্রস্তাবের বিস্তারিত পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৯ জুন এই স্বীকৃতি প্রদান করে।

ডিজাইনেটেড রিপোজিটরিগুলি জৈব বৈচিত্র্য আইন, ২০০২-এর আওতায় সংগৃহীত ও প্রমাণিত জীববৈজ্ঞানিক নমুনা সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এনএইচএম-এ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংরক্ষণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্টেরিডোফাইট, ম্যাক্রোফাঙ্গি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ, মথ, বিটল এবং প্রজাপতির নমুনা।

এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটি ওই অঞ্চলে নতুন আবিষ্কৃত প্রজাতির 'টাইপ স্পেসিমেন' সংরক্ষণের সরকারি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে। এর ফলে প্রজাতি শনাক্তকরণ, গবেষণা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আরও কার্যকর হবে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাসস্থল ধ্বংস বা কোনও প্রজাতির সংখ্যা কমে গেলে পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কাজেও এই সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই এনএইচএম ৫০০-রও বেশি নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে। এর মধ্যে হার্বেরিয়াম শিট এবং তরলে সংরক্ষিত বিভিন্ন জীবের নমুনাও রয়েছে।

মিউজিয়ামের বৈজ্ঞানিক দলে মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। তাঁরা ম্যাক্রোফাঙ্গি, প্টেরিডোফাইট, মাছ, মথ এবং প্রজাপতি-সহ সাতটি বিশেষ শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক ক্ষেত্রে গবেষণা করছেন।

সরকারের মতে, এই স্বীকৃতির ফলে জীববৈজ্ঞানিক নমুনা উৎসস্থলের কাছাকাছি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে বৈজ্ঞানিক নথিভুক্তিকরণ আরও উন্নত হবে, পরিবহণ-সংক্রান্ত সমস্যা কমবে এবং মিজোরাম স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড ও আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার হবে।

এছাড়া বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই উদ্যোগ ভারতের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০২৪---২০৩০)-এর চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নেও সহায়ক হবে। পাশাপাশি কুনমিং---মন্টিয়ল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্ক-এর লক্ষ্য পূরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

"মিসিং লিঙ্ক"-এ ভূমিধসের জন্যও নেহরুই দায়ী! ব্যঙ্গ করে মহাযুতি সরকারকে কটাক্ষ এমএনএসের

মুম্বই, ৭ জুলাই (আইএএনএস): মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের সদ্য উদ্বোধন হওয়া "মিসিং লিঙ্ক" প্রকল্পে ভূমিধসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের মহাযুতি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস)-এর নেতা সন্দীপ দেশপাণ্ডে। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'মুম্বই-পুণে মিসিং লিঙ্কে ভূমিধসের জন্যও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই দায়ী। আর যারা এখনও সরকারের সমালোচনা করতে চান, তারা পাকিস্তানে চলে যান।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এই ব্যঙ্গাত্মক পোস্টের মাধ্যমে দেশপাণ্ডে বিজেপির সেই প্রবণতাকেই নিশানা করেন, যেখানে দেশের বিভিন্ন সমস্যার জন্য প্রায়শই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করা হয়।

এদিকে, শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)-র মুখপত্র "সামনা"-র সম্পাদকীয়েও এই ঘটনায় মহাযুতি সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পরিকাঠামোগত ব্যর্থতার ঘটনা ঘটলেই সরকার প্রশাসনিক গাফিলতি আড়াল করতে প্রকৃতিকে দায়ী করে।

সম্পাদকীয়তে আরও দাবি করা হয়েছে, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বর্ষার আগে প্রশাসন সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টির তীব্রতা সব ধরনের প্রকৌশলগত হিসাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের মতে, এ ধরনের ব্যাখ্যা এখন সরকারের "চেনা রক্ষাকবচ" হয়ে উঠেছে।

সোমবার মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের সদ্য উদ্বোধন হওয়া "মিসিং লিঙ্ক" প্রকল্পে প্রায় ১০০ টন মাটি ও ধ্বংসাবশেষ ধসে পড়ে। প্রকল্পটি মহাযুতি সরকার "ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিস্ময়" হিসেবে প্রচার করেছিল। কিন্তু উদ্বোধনের কয়েক দিনের মধ্যেই ভূমিধস এবং রাস্তার বিভিন্ন অংশে গর্ত তৈরি হওয়ার অভিযোগ ওঠায় নির্মাণের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

বিরোধী দলগুলি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসকে নিশানা করে প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একইসঙ্গে তাঁকে "ইনফ্রা ম্যান" হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টাও সমালোচনার মুখে পড়ে।

অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীস বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতের কারণেই এই ভূমিধস হয়েছে। তাঁর দাবি, ভূমিধসের সঙ্গে সঙ্গেই যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মুম্বই ও পুণেদুই দিকের গাড়ি আটকে বা অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থা দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছিল।

সোমবার সারাদিন "মিসিং লিঙ্ক"-এ যান চলাচল বন্ধ থাকার পর রাতে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। রাত প্রায় ১১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে জানান, ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।ফড়নবীস আরও বলেন, প্রায় ১০০ টন ধ্বংসাবশেষ রাস্তার উপর নেমে এসেছিল এবং যে জায়গায় ভূমিধস হয়েছে, সেখানে অতীতে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

Page 3_5_7- JAGARAN111.pmd 2 08-07-2026, 00:58

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে নানান চিন্তা আসে কেন ?

ওমকার কারাম্বেলকার

রাতে স্বাভাবিক ভাবে ঘুমিয়ে পড়ার পর দু'টো-তিনটে নাগাদ হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে যায়? কিংবা নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটলে এই উদ্বেগে ভোগেন যে প্রয়োজন মতো ঘুম হচ্ছে না? কারো কারো মতে স্ট্রেস বা মানসিক চাপের কারণে এমনটা হতে পারে। আবার কারো ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুতর সমস্যা। তবে এটা ঠিক যে হঠাৎ ঘুম কমে যাওয়া বিভিন্ন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে। ঘুম গভীর ও পর্যাপ্ত হওয়া এবং স্ট্রেসের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখা নয়া উদ্যমে পরের দিন শুরুর জন্যই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যও এটা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকেরাও ভাল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম ও বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ঘুম একটা নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়। এর বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যেমন লাইট স্লিপ বা পাতলা ঘুম, অর্থাৎ যে অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকলেও আমরা সতর্ক থাকি। তাছাড়া রয়েছে- গভীর ঘুম এবং স্বপ্ন (র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ বা আরইএম স্লিপ) দেখার পর্যায়। এই চক্রটি প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর পরিবর্তিত হয়। আরইএম পর্যায় বলতে বোঝায় "র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ" অর্থাৎ যে সময় চোখের তারার ঘোরাফেরা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের সঙ্গে আমাদের স্বপ্ন দেখার সম্পর্ক রয়েছে। স্মৃতির প্রক্রিয়াকরণ এবং একত্রিত করার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণত, রাতের প্রথম দিকে গভীর ঘুম হয়, আর ভোরের দিকে ঘুমের মাঝেও আমরা সর্তক অবস্থায় থাকি। দুটো-তিনটে নাগাদ মূলত হাল্কা ঘুম হয় এবং ছোটখাটো কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় মানসিক চাপ, হরমোনের পরিবর্তন, লাইফস্টাইল বা জীবনযাত্রায় বদল কিংবা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে ঘুম কমে যেতে পারে। অনেক সময় একবার ঘুম ভেঙে গেলে তারপর ঘুমানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এর কারণ কী, বিষয়টা কতটা উদ্বেগের এবং চিকিৎসকেরা সে সম্পর্কে কী বলছেন জেনে নেওয়া যাক।

রাত দু'টো থেকে ভোর তিনটের মধ্যে ঘুম হারানোর নেপথ্যে একাধিক কারণ থাকতে পারে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম বা জৈবিক ঘড়ি। সার্কাডিয়ান ছন্দ বলতে শরীরের এমন এক প্রাকৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ঘড়িকে বোঝায়, যা ২৪-ঘণ্টায় আমাদের ঘুম ও সজাগ থাকার চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভোরের দিক থেকে আমাদের শরীর ধীরে ধীরে পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। কর্টিসল নামক যে হরমোন রয়েছে, সেটা আমাদের জেগে উঠতে সাহায্য করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হওয়া কর্টিসল এক প্রকার অত্যাবশ্যকীয় স্টেরয়েড হরমোন যা আমাদের মানসিক চাপ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া, বিপাক, রক্তচাপ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা শরীরের সার্কাডিয়ান ছন্দ মেনে চলে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, কর্টিসলের মাত্রা এত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় যে আমরা সেটা বুঝতে পারি না। কিন্তু যদি আপনি ক্রমাগত মানসিক চাপের সম্মুখীন হন, উদ্বিগ্ন থাকেন বা ঘুমের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে হতে পারে যে আপনার শরীরে কর্টিসলের মাত্রা ইতিমধ্যে বেশি।

কর্টিসলের মাত্রা বাড়লে সতর্ক হওয়ার জন্য মস্তিষ্কে একটা সংকেত যায় যা ঘুমকে ব্যাহত করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাতে হঠাৎ ঘুম থেকে ওঠাটাই কিন্তু একমাত্র সমস্যা নয়। একবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার পর আবার ঘুমিয়ে পড়তে না পারাটাও সমস্যার। এর নেপথ্যে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা,'ঘুম না পাওয়া' সম্পর্কে উদ্বেগের মতো বিষয়গুলো কাজ করতে পারে। মুম্বই লাগোয়া পানভেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ঋষভ ভার্মার কথায়, 'এটা আপনার শরীরের জৈবিক ঘড়ির উপর নির্ভর করে। আপনি যদি সাধারণত রাত ১০-১১টায় ঘুমোতে যান তবে ভোর তিনটে আপনার শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ ততক্ষণে ঘুমের বেশিরভাগটাই সম্পন্ন হয়েছে।'

'রাত দু'টো-তিনটে নাগাদ আপনার শরীর ধীরে ধীরে পরদিনের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। দেহের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন স্তরে চলে যায়, ঘুম পাতলা হয়ে আসে এবং একইসঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম ধীরে ধীরে আবার সক্রিয় হতে থাকে। তাই সেই সময় আপনার পাশে শুয়ে থাকা ব্যক্তির একটু নড়াচড়া বা সামান্য শব্দ কিংবা আপনার মাথায় যে চিন্তা চলছে তা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।' ঘুমে এহেন ব্যাঘাত স্বাভাবিক কি না, এই প্রশ্নের জবাবে ডা. ভার্মা বলেন, 'এটা খুবই স্বাভাবিক। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, রাতে কয়েক ঘন্টা জেগে থাকা আমাদের পূর্বপুরুষদের আশপাশের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করত। ঘুম নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী একজন সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি রাতে দুই থেকে চারবার জাগেন।'

জেগে থাকার এই চক্র সাধারণত কয়েক সেকেন্ডের হয় এবং তারপর আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকালে এটা মনে পড়ে না কিন্তু যখন রাতে আমরা সম্পূর্ণ সজাগ থাকি, মস্তিষ্ক কাজ করে তখন আবার ঘুমিয়ে পড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। মস্তিষ্কের সুপ্রাকিয়াসম্যাটিক নিউক্লিয়াস নামক অংশ সার্কাডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র অংশ। শরীরের এই অংশটা দিন-রাত চক্রের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের একটা সমন্বয় তৈরি করে। ভোরের দিকে আমাদের শরীর ঘুম থেকে ওঠার প্রস্তুতি নেয়। সেই সময় কর্টিসলের মাত্রা কম থাকলেও ঘুম থেকে ওঠার কয়েক ঘন্টা আগে তা বাড়তে থাকে। এই সময় গভীর ঘুমের পরিমাণ কমে যায় এবং আরইএম স্লিপ বেড়ে যায়। আরইএম স্লিপ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে। তাই এই পর্যায়ে জেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঘুমের চক্র এবং জেগে ওঠার সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়ে ডা. ভার্মা বলেছেন, 'আমাদের ঘুমের চক্র রয়েছে এবং প্রতিটা চক্র প্রায় ৯০ মিনিট দীর্ঘ। তবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের প্রকৃতি বদলায়।' রাতের প্রথমার্ধে অর্থাৎ রাত দুটো থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত সাধারণত পাতলা ঘুম হয় এবং আরইএম স্লিপ দেখা যায়। ভোর তিনটের কাছাকাছি সময়টা হালকা ঘুম হয় বা আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখার কারণে মস্তিষ্ক ইতোমধ্যে বেশ সক্রিয় থাকে। তাই সামান্যতম ব্যাঘাতও ঘুম কাড়তে পারে। রাতে ঘুমানোর ক্ষেত্রে হরমোন ও মস্তিষ্কের ভূমিকা কী? কর্টিসলের পাশাপাশি অন্যান্য হরমোনগুলোর ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আমরা মুম্বইয়ের ওখার্ড হাসপাতালের কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডা. প্রশান্ত মাখিজার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কর্টিসল ছাড়া অন্য কোন হরমোন এর জন্য দায়ী জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, 'ঘুম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা হরমোনের সম্মিলিত প্রভাব দেখা যায়। মেলাটোনিন, যা ঘুমের হরমোন হিসাবে পরিচিত, সেটা রাতের দিকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নিঃসরণ হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ধীরে ধীরে কমে। মেলাটোনিনের মাত্রা কমলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।'

অন্যান্য হরমোনের ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'কর্টিসল একটা হরমোন যা অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। ঘুম থেকে ওঠার কয়েক ঘণ্টা আগে এর মাত্রা বেড়ে যায় এবং সেটা শরীরকে সজাগ রাখতে সাহায্য করে। অ্যাড্রেনালিন এবং নোরড্রেনালিন হরমোন তীব্র সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, প্যানিক ডিসঅর্ডার বা হঠাৎ জেগে ওঠার জন্য দায়ী হতে পারে।' এ ছাড়া গ্রোথ হরমোন, ইনসুলিন এবং প্রজনন হরমোনগুলোও ঘুমের গুণমানের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। ভোর তিনটেয় ঘুম ভাঙার পর চিন্তা আসে কেন? এই প্রশ্নের জবাবে ডা. প্রশান্ত মাখিজা ব্যাখ্যা করেছেন, এর পেছনে একাধিক মনস্তাত্ত্বিক ও স্নায়বিক কারণ রয়েছে। রাতের বেলা আমাদের আশপাশে কোলাহল কম, মন বিভ্রান্ত হওয়ার উপাদানও কম থাকে। তাই হঠাৎ ঘুম পাতলা হয়ে এলে আমাদের মস্তিষ্ক অসমাপ্ত কাজ, আর্থিক সমস্যা, কাজের চাপ বা ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তার দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে শুরু করে। তার কথায়, 'আরইএম স্লিপের সময় আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশটা সংবেদনশীল বিষয়গুলোর সঙ্গে থাকে, সেটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তুনলামূলকভাবে যুক্তি এবং সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের অংশ কম সক্রিয় থাকে।' 'এই কারণে উদ্বেগ এবং সমস্যাগুলো দিনের চেয়ে রাতে আরো বেশি গুরুতর বলে মনে হতে পারে। উদ্বেগজনিত ব্যাধি, ডিপ্রেশন, দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস এবং বার্নআউট-এর সঙ্গে যুঝছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন হওয়াটা স্বাভাবিক।' মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আবার না ঘুমোতে পারার বিষয়টা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা। এই প্রসঙ্গে ডা. মাখিজা জানিয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ যেমন তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়েন, কেউ আবার এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা জেগে থাকেন। তার কথায়, 'এটা মূলত আমাদের মানসিক এবং শারীরিক উদ্দীপনার স্তরের উপর নির্ভর করে। যারা ঘুম ভাঙার পর শান্ত থাকেন, তারা সহজেই আবার ঘুমিয়ে পড়তে সক্ষম হন। তবে যারা ভাবেন- আমাকে ঘুমাতে হবে বা আগামীকাল হয়ত খারাপ কাটতে পারে, তাদের মানসিক চাপ বেড়ে যায়। পুনরায় ঘুম আসতে তাদের সময় লাগে।'

'উদ্বেগ, বিষণতা, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম, থাইরয়েড, অন্যান্য শারীরিক সমস্যা বা নির্দিষ্ট ওষুধের পার্শ প্রতিক্রিয়ার কারণেও কেউ কেউ গোটা রাত জেগে থাকেন।' রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম এক জাতীয় স্নায়ুজনিত সমস্যা যেখানে পায়ে অস্বস্তি বা যন্ত্রণা অনুভব হতে পারে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমাগত পা ক্রমশ নাড়ান। এ ক্ষেত্রে বয়স এবং ঘুমের অভ্যাস কতটা প্রভাব ফেলে জানতে চাওয়ায় ওই বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'হ্যাঁ, এরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা ঘুমের পর্যায় আরো বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। গভীর ঘুমের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বয়স্ক ব্যক্তিদের রাতে ঘুম থেকে ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে।' 'কারো কারো অভ্যাস তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া। আবার অনেকের দেরি করে ওঠার অভ্যাস। তাদের দেহের প্রাকৃতিক জৈবিক ঘড়ির উপর নির্ভর করে ঘুম এবং জেগে থাকার সময় পরিবর্তিত হতে পারে। অনিয়মিত কাজের সময়, শিফট ডিউটি বা অবিচ্ছিন্ন ভ্রমণ আমাদের সার্কাডিয়ান ছন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে এবং রাতে ঘুমের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।' যে সময় আমরা খাবার খাচ্ছি তা ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে কি না জানতে চাওয়ায় ডা. মাখিজা বলেছেন, 'ঘুমের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তাড়াতাড়ি খাবার খেলে মাঝরাতে খিদে পেতে পারে এবং রক্তে সুগারের মাত্রা কমে যাওয়ায় ঘুমও ভাঙতে পারে।'

'ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভারী খাবার খেলে বদহজম, অ্যাসিডিটি, পেটে ফাঁপাভাব বা অস্বস্তির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। অত্যধিক অ্যালকোহল সেবন করলে রাতের প্রথম দিকে ঘুম হলেও পরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া বিকেল বা সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ক্যাফিন খাওয়াও ঘুমে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।' হাইড্রেশন এবং শরীরের তাপমাত্রা এই ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে ডা. মাখিজা বলেন, 'শরীরে জলের অভাব হলে ড্রাই মাউথ (মুখের ভিতর শুষ্ক অনুভব করা) হতে পারে, তেষ্টা পেতে, মাথা ব্যথা বা অস্থিরতাও অনুভূত হতে পারে। ঘুমের সময় স্বাভাবিকভাবেই শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়। ঘর খুব গরম, আর্দ বা পরিবেশ অস্বস্তিকর হলেও ঘুম ব্যাহত হতে পারে। শব্দ হওয়া, আরামদায়ক গদি না হওয়া বা ঘরে ভালভাবে বায়ুচলাচল না করলেও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।' 'একজন চিকিৎসকের পক্ষেই স্বাভাবিক ঘুম আর অনিদ্রার মধ্যে পার্থক্য বোঝা সম্ভব। রাতে কিছু সময় ঘুম ভাঙা স্বাভাবিক এবং তাতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি কোনো ব্যক্তি টানা জেগে থাকেন বা আবার ঘুমিয়ে পড়তে সমস্যা হয় তাহলে তাকে মেন্টেনেন্স ইনসোমিয়া বলে।' স্ক্রিন টাইমের প্রভাব ডা. ঋষভ ভার্মার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে স্ক্রিন টাইম, দেরি করে খাওয়া এবং অ্যালকোহল পান ঘুমের ধরণ বদলাতে পারে কি না। তিনি জানিয়েছেন এই তিনটে বিষয়ই ঘুমের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'ভোর তিনটেয় ঘুম ভাঙার একটা বড় কারণ অ্যালকোহল হতে পারে। অ্যালকোহল পান করলে প্রাথমিকভাবে ঘুম পেতে পারে কিন্তু পরের তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে যখন যকৃৎ সেটাকে বিপাক করে, তখন তা উত্তেজক হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। এটা আপনার ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, বিশেষত যখন ভোরের দিকে লাইট স্লিপ সাইকেল চলে।' বেশি রাতে খাওয়া বা ঘুমানোর আগে ভারী খাবার বা মিষ্টি জাতীয় কিছু খেলে তা হজম করার জন্য শরীরকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া উচ্চ মাত্রায় চিনি আছে এমন খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তার কয়েক ঘন্টা পর হঠাত সেই মাত্রা কমে যায়। রক্তে শর্করার মাত্রা কম থাকলে শরীরকে স্থিতিশীল রাখতে স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ হয়।

অন্যদিকে, গভীর রাতে ফোন বা ট্যাব ব্যবহার করলে চোখের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে। কারণ ফোনের স্ক্রিন থেকে নীল আলো বের হয়। ফলে মস্তিষ্ক ভাবতে থাকে এটা দিন এবং ঘুমের সঙ্গে সম্পর্কিত যে প্রাকৃতিক সংকেত রয়েছে সেখানেও এর প্রভাব পড়ে। সব মিলিয়ে ঘুমে বিঘ্ন ঘটে। ভাল ঘুমের জন্য কী করতে পারি? রাতে মস্তিষ্ক ক্রমাগত জেগে না থেকে যাতে ঘুমিয়ে পড়ে তার জন্য আমরা মগজকে প্রশিক্ষণ দিতে পারি। এক্ষেত্রে সন্ধ্যা থেকে প্রস্তুতি নেওয়া, নিজেকে শান্ত করা এবং মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা দরকার। এক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি- ঘুমাতে যাওয়ার এক থেকে দুই ঘন্টা আগে মোবাইল, টিভি ইত্যাদির স্ক্রিন থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘুমানোর কমপক্ষে এক ঘন্টা আগে ফোন, ট্যাব এবং কম্পিউটার বন্ধ করে দিতে পারি। তার পরিবর্তে, খুব জোরালো আলো নেই এমন ঘরে গিয়ে আমরা বই পড়তে বা মন ছুঁয়ে যায় এমন গান শুনতে পারি। এতে আমাদের মস্তিষ্কে এই সংকেত যাবে যে দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘুমানোর তিন ঘণ্টা আগে কী খাচ্ছি, সেদিকে মনোযোগ দেওয়াও দরকার। ঘুমানোর আগে অ্যালকোহল পান করা এবং গভীর রাতে ভারী বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। খিদে পেলে রক্তে শর্করাকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে এমন খাবার যেমন-প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া দরকার।যদি রাত দুটো বা তিনটের সময় ঘুম ভেঙে যায় তাহলে ২০ মিনিটের এই নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে।

এক টুকরো আদায় কমবে ফ্যাটি লিভার

নিরামিষ রান্নাতেও আদা ব্যবহার হয়। এই আনাজ শুধু খাবারে স্বাদ বাড়ায় না। পুষ্টির জোগানও দেয়। সর্দি-কাশির পাশাপাশি পেটের সমস্যায় দারুণ কাজ দেয় আদা। বিশেষত বমি বমি ভাব বা গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দূর করতে আদা দারুণ কার্যকর। কিন্তু এই উপাদান যে ফ্যাটি লিভারের সমস্যাও দূর করে দিতে পারে, তা কি জানেন? ফ্যাটি লিভারের সমস্যা ঘরে ঘরে। কম বয়সিরাই বেশি ভুগছেন এই সমস্যায়। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা এড়াতে হলে খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানতে হবে। তার সঙ্গে আদাকে ডায়েটে রাখতে দারুণ উপকার মেলে। এটি লিভারের যে কোনও সমস্যায় সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। সিরোসিসের মতো লিভারের জটিল রোগেও আরাম মেলে। আদায় জিঞ্জেরল নামে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। এটি লিভারের প্রদাহ কমাতে এবং ফ্যাট গলাতে সাহায্য করে। রান্নায় আদা মেশালেই উপকার মিলবে, তা কিন্তু নয়। এ ক্ষেত্রে কাঁচা আদায় উপকার বেশি। কাশি হলে অনেকেই ঘরোয়া টোটকা হিসেবে আদাকুচি মুখে রাখে। আবার কেউ কেউ গ্যাস-অম্বলে শুকনো আদা খান। আর ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় আদা দিয়ে বিভিন্ন পানীয় বানিয়ে খেলে উপকার মিলতে পারে। আদা কী ভাবে খেলে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা কমবে? আদা-লেবুর জল এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে আদা থেঁতো করে ফুটিয়ে নিন। একটু ঠান্ডা হলে এতে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এই পানীয় হজম স্বাস্থ্য বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি বিপাক হার বাড়ায় এবং শরীরে জমে থাকা টক্সিন বের করে দেয়।

আদা-হলুদের চা

আদা ও হলুদ এই দুই উপাদানই লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। হলুদ গুঁড়োর থেকে কাঁচা হলুদ লিভারের জন্য বেশি ভালো। এক ইঞ্চি কাঁচা হলুদ ও আদা থেঁতো করে জলে ফুটিয়ে নিন। এই পানীয় পান করলে লিভারের প্রদাহ কমবে এবং লিভারের সমস্যা এড়াতে পারবেন।

আদা-পুদিনার ডিটক্স ওয়াটার

গরমে এই পানীয়তে চুমুক দিলে পেটের সমস্যা এড়াতে পারবেন। পেটকে ঠান্ডা রাখে আদা-পুদিনার জল। এক গ্লাস জলে এক মুঠো পুদিনা পাতা এবং এক ইঞ্চি আদা থেঁতো করে মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে পান করুন। দারুণ ফল পাবেন।

বর্ষা এলেই বাড়ে জলবাহিত রোগের প্রকোপ

বর্ষায় শুধু প্যাচপ্যাচে কাদা আর টিপটিপ বৃষ্টি বিরক্তিকর নয়। ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়াও বড় বিরক্তকর। এই মরশুমে শুধুই সর্দি-কাশির সমস্যা ভোগায়, তাও নয়। বরং, জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেশি। পেট ব্যথা, ডায়ারিয়া, আমাশয়, টাইফয়েডের মতো বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ে। অস্বাস্থ্যকর খাবার ও দূষিত জল খাওয়ার জেরেই এই ধরনের রোগগুলো দেখা দেয়। তবে সঠিক খাবার এবং জলের ভারসাম্য ঠিক থাকলে এই ধরনের রোগগুলো থেকে সহজেই সুস্থ হওয়া যায়।

শরীর হাইড্রেটেড রাখুন

জলবাহিত রোগ থেকে সেরে উঠতে হলে জলকেই হাতিয়ার করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। পেট খারাপ বা ডায়ারিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর মাত্রায় জল বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায় শরীর হাইড্রেটেড রাখা জরুরি। পানীয় জলের পাশাপাশি নুন-চিনির জল বা ডাবের জলও খেতে পারেন। এই সময়ে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভালো।

সহজপাচ্য খাবার জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে পেটের উপর চাপ তৈরি হয়। ডায়ারিয়া বা আমশয় হলে বার বার মলত্যাগ করতে হয়। অবস্থার বাড়াবাড়ি হলে রক্ত আমাশাও হয়। এই সময়ে ভারী খাবার খাওয়ার একদম ইচ্ছে থাকে না। কিন্তু খাবার না খেলে সুস্থ হয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। তাই অল্প খাবার বার বার করে খান। পাশাপাশি সহজপাচ্য খাবার খান। আলু সিদ্ধ, সাদা ভাত, ডালের জল ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী। স্যুপও খেতে পারেন।

ফল ও সব্জি

রোগ থেকে দ্রুত সেরে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত ভিটামিন ও মিনারেলও প্রয়োজন হয়। আর পুষ্টি পেতে হলে ফল ও সব্জি খেতেই হবে। এই সময়ে পাকা পেঁপে, কলা, তরমুজ, আঙুর ইত্যাদি খেতে পারেন। সব্জির মধ্যে লাউ, কুমড়ো, শসা উপযোগী। তবে বর্ষাকালে শাক এড়িয়ে চলাই ভালো।

সঠিক পানীয় বেছে নিন

পেটের সমস্যা হলে বেশি চা-কফি না খাওয়াই ভালো। ডেয়ারি পণ্যও এড়িয়ে চলা উচিত। পাশাপাশি মদ্যপান করবেন না। বরং, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে ব্ল্যাক টি, গ্রিন টি বা হার্বাল ড্রিঙ্কস খেতে পারেন।

রিমুভার ছাড়া নেলপলিশ সেকেন্ডে উঠে যাবে ঘরোয়া টোটকায়

নখের সৌন্দর্য বাড়াতে নেলপলিশ লাগাতে ভালোবাসেন প্রায় সব মহিলারাই। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে নখ রাঙানো এখন ফ্যাশনের অঙ্গ। তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন নেলপলিশের রং চটে যায় কিংবা পুরনো রং তুলে নতুন কোনও শেড লাগাতে হয়। অনেক সময়ই দেখা যায়, ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে ঘরে থাকা নেলপলিশ রিমুভারের বোতলটি একেবারে খালি! অথবা বাজারচলতি রিমুভারে থাকা অতিরিক্ত 'অ্যাসিটোন' ব্যবহারের ফলে নখ রুক্ষ, শুষ্ক ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। রিমুভার ফুরিয়ে গেলে বা কেমিক্যালের ভয় থাকলে আর চিন্তা নেই। আপনার রান্নাঘরেই লুকিয়ে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে নখ থেকে নেলপলিশ তুলে ফেলা সম্ভব। জেনে নিন সেই জাদুকরী ঘরোয়া পদ্ধতিগুলি। নখের কোনও ক্ষতি না করে নেলপলিশ তোলার সবচেয়ে সেরা প্রাকৃতিক উপায় হল লেবু ও ভিনিগার। ভিনিগারের অম্লীয় গুণ এবং লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড একসঙ্গে মিলে নেলপলিশের আস্তরণ দ্রুত নরম করে দেয়।

একটি ছোট বাটিতে সমপরিমাণ সাদা ভিনিগার এবং পাতিলেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার নখগুলি এই মিশ্রণে ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এরপর একটি তুলোর বল দিয়ে আলতো করে ঘষলেই নেলপলিশ অনায়াসে উঠে আসবে। দাঁত ঝকঝকে করার পাশাপাশি টুথপেস্ট যে নেলপলিশ তুলতেও ওস্তাদ, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। বিশেষ করে সাদা পেস্টে থাকা 'ইথাইল অ্যাসিটেট' নেলপলিশের উপাদান ভাঙতে সাহায্য করে।

নখের ওপর সামান্য টুথপেস্ট লাগিয়ে দিন। এবার একটি পুরনো নরম টুথব্রাশ সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে নখের ওপর হালকা হাতে ঘষুন। পেস্টের ফেনার সঙ্গেই আলতো করে উঠে আসবে নেলপলিশের রং। এরপর জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। যদি হাতের কাছে উপরের কোনো উপাদানই না থাকে, তবে এই পদ্ধতিটি ট্রাই করতে পারেন। পুরনো নেলপলিশের ওপর নতুন করে যেকোনও নেলপলিশের একটি মোটা কোট লাগান। নেলপলিশের আর্দ্রতা পুরনো স্তরটিকেও নরম করে দেয়। এবার নতুন কোটটি শুকানোর আগেই একটি টিস্যু পেপার বা সুতির কাপড় দিয়ে জোরে মুছে নিন। দেখবেন নতুনের সঙ্গে পুরনো রংও উঠে এসেছে। ঘরোয়া উপায়ে বা বাজারে রিমুভার দিয়ে নখ পরিষ্কার করার পর নখ ও তার চারপাশের চামড়া কিছুটা আর্দ্রতা হারায়। তাই নেলপলিশ তোলার পর অবশ্যই হাত ভালো করে ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার, কোল্ড ক্রিম বা সামান্য নারকেল তেল নখে মালিশ করে নিন। এতে নখের স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকবে।

কম ঘুমের কারণে কী প্রভাব পড়ছে নারীর শরিরে

পুরুষদের তুলনায় ১১ মিনিটের বেশি ঘুম দরকার মহিলাদের। অন্তত এমনটাই দাবি জানাচ্ছে গবেষণা। কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ মহিলাই মাত্র ৫-৬ ঘণ্টা ঘুমোচ্ছেন এবং সেটাকেই 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নিচ্ছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কম ঘুম স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, হরমোন, মন-মেজাজ, মেটাবলিজম ইত্যাদির উপর প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। ঘুম বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপিকা কৃষ্ণা একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়োতে জানিয়েছেন, আপনি কম ঘুমিয়ে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারবেন, কিন্তু সুস্থ থাকা কঠিন। সুস্থ যাপনের জন্য দিনে ৭-৯ ঘণ্টার ঘুম জরুরি। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি ৬ ঘণ্টার ঘুম হয়, তা হলে শরীরে কী প্রভাব পড়বে জানেন?

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা নিয়মিত মাত্র ৬ ঘণ্টা ঘুমোলে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কর্টিসল হরমোনের মাত্রা যেমন বাড়ে, তেমনই ইনসুলিনের ক্ষরণ কমে যায় অথবা কার্যকারিতা নষ্ট হয়। এই সব হরমোনের ওঠানামার জেরে ওজন বৃদ্ধি, ডায়াবিটিস এবং বিপাক হারের উপরও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আর প্রতিটা বিষয়টি ক্রনিক। শরীরে একবার বাসা বাঁধলে সহজে ছাড়ে না। ক্ষতি হয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও পর্যাপ্ত ঘুম না হলে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বাড়ে। এর জেরে যেমন মানসিক চাপ, অ্যাংজাইটি ও মানসিক ক্লান্তি বাড়ে, তেমনই মনোযোগ নষ্ট হয়। ঘন ঘন মুড সুইং হতে থাকে। দিনের কোনও কাজটি ঠিকমতো করতে পারেন না। অনেক সময়ে থাইরয়েডের লক্ষণও জোরালো হয়ে ওঠে কম ঘুমের জেরে। নষ্ট হয় ঋতুচক্রও মেন্সট্রুয়াল সাইকেলের উপরও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ঘুমের অভাবে অনেক সময়ে ঋতুস্রাব অনিয়মিত হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রজনন স্বাস্থ্য। অনেক সময়ে প্রজনন হরমোনও ঠিকমতো নিঃসৃত হয় না। এর জেরে মহিলাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকী কমে যায় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও। কী ভাবে বজায় রাখবেন 'স্লিপ হাইজিন'? এই অনিয়ন্ত্রিত লাইফস্টাইলের ভালো ঘুমের গুরুত্ব কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যস্ততায় ভরা জীবনে প্রত্যেক মহিলার পক্ষে ৮-৯ ঘণ্টা ঘুমোনোও সম্ভব হয় না। তবে স্লিপ হাইজিন বজায় রাখলে ঘুম সম্পর্কিত সমস্যাগুলো এড়ানো যায়। যেমন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করে। ঘুমের আগে চা-কফি এড়িয়ে চলা এবং স্ক্রিনটাইম কমানো। শোবার ঘর ঠান্ডা, অন্ধকার ও শান্ত রাখা ইত্যাদি।

বিশালগড়ে "অপহরণ" নয়, নিষিদ্ধ কফসিরাপ লুটের অভিযোগ, সিসিটিভিতে মিলল গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, গ্রেপ্তার ৫

বিশালগড়, ৭ জুলাই: শনিবার গভীর রাতে বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি ---কড়ইমুড়া সড়কে সংঘটিত বহুল আলোচিত ছিনতাই ও কথিত অপহরণের ঘটনায় তদন্তে নেমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, ঘটনাটি অপহরণ বা স্বর্ণালঙ্কার লুটের নয়; বরং নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বহনকারী একটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী লুটের ঘটনা। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের কাছাকাছি একটি বৈদ্যুতিন সামগ্রীর গোডাউনের সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। ওই ফুটেজে কালো রঙের একটি স্করপিও গাড়ি থেকে কফ সিরাপের কার্টন নামিয়ে অন্য একটি গাড়িতে তোলার দৃশ্য ধরা পড়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে। সেই ফুটেজের ভিত্তিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন ঘনিয়ামারা এলাকার পায়েল হুসেন ও সাগর মিয়া, ঝুটিন পোদ্দার, কবির হুসেন এবং মোসাদ্দেক হোসেন। এছাড়াও ঘটনায় ব্যবহৃত দুটি গাড়িও আটক করা হয়েছে। আরও কয়েকজন অভিযুক্তের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

তদন্তে পুলিশের কাছে প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট হয়েছে, এটি গাড়ি আটকে মহিলাদের অপহরণ বা স্বর্ণালঙ্কার লুটের ঘটনা নয়; বরং নেশা পাচার চক্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও লুটপাটের জেরে সংঘটিত ঘটনা। ফলে অপহরণ ও স্বর্ণালঙ্কার লুটের অভিযোগ দায়েরের পেছনের প্রকৃত কারণ এবং ঘটনাস্থলে থাকা দুই মহিলার পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের বিষয়টিও এখন তদন্তের আওতায় এসেছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ ও সংশ্লিষ্ট হার্ডডিস্ক নিজেদের হেফাজতে নিলেও তা এখনও প্রকাশ্যে আনেনি।

তদন্তে উঠে এসেছে, শনিবার গভীর রাতে আগরতলা থেকে বক্সনগরের উদ্দেশ্যে দুটি গাড়িতে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ নিয়ে রওনা হয় একটি চক্র। একটি গাড়িতে ছিলেন আশাবাড়ি এলাকার হৃদয় হোসেন। অন্য একটি কালো রঙের নম্বরবিহীন স্করপিও গাড়িতে ছিলেন পুঠিয়া এলাকার কথিত নেশা কারবারি জুয়েল মিয়ার বোনসহ আরও এক মহিলা।

সূত্রের দাবি, ওই চালানের খবর বক্সনগরেরই আরেকটি নেশা পাচার চক্র বিশালগড়ের পশ্চিমাঞ্চলে সক্রিয় একটি দুষ্কৃতী গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়। এরপর রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ প্রভুরামপুর এলাকায় বোলেরো পিকআপ ও একাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা গাড়ি দুটির গতিরোধ করে। একটি গাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও স্করপিওটি আটকে ফেলা হয়। অভিযোগ, সেখান থেকে ২৬ কার্টন নিষিদ্ধ কফ সিরাপ লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিশালগড়কে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার করা হচ্ছে। তাদের দাবি, পুলিশের নীরবতার সুযোগে এই চক্র সক্রিয় রয়েছে। শনিবার রাতের ঘটনাও সেই পাচার চক্রেরই অংশ বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে আরও প্রশ্ন উঠেছেপ্রতিবারই কেন গভীর রাতে বক্সনগরমুখী গাড়িই তথাকথিত ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে?

এদিকে, সোমাইয়া নামে যে মহিলা থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও নেশা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, আসামের বাজারীচড়া ও পাঠারকান্দি এলাকাতেও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। তবে এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এছাড়া তদন্তে দাবি করা হচ্ছে, ঘটনার দিন প্রথম গাড়িতে ছিলেন সোমাইয়ার ভাই, কথিত নেশা কারবারি জুয়েল মিয়া এবং তাঁর সহযোগী আশাবাড়ি এলাকার হৃদয় হোসেন। জুয়েল মিয়ার বিরুদ্ধে অতীতেও মহিলাদের ব্যবহার করে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের অভিযোগ উঠেছিল বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। পাশাপাশি, ঘটনাস্থলে থাকা দুই মহিলার ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যও তদন্তে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

এদিকে, এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা বারবার বিশালগড়কে অপরাধ ও নেশা পাচারের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে এলাকার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে বিশালগড়কে নেশা কারবারিদের নিরাপদ করিডোর হিসেবে ব্যবহারের পথ চিরতরে বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

ভয়েস স্যাম্পল দিতে অনীহা কেন?

কলকাতা, ৭ জুলাই (আইএএনএস): ঘৃণাত্মক ভাষণ সংক্রান্ত মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়েস স্যাম্পল দিতে অনীহা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। একইসঙ্গে জেলা আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর করা মামলার জরুরি শুনানির আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে আদালত।সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারসভায় হিংসা উসকে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় রাজ্য পুলিশের সিআইডি তদন্ত করছে। তদন্তের স্বার্থে প্রচারসভার ভিডিওতে থাকা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে অভিষেকের ভয়েস স্যাম্পল চেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।আগামী বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগর আদালতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে। জেলা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে তাঁকে ভয়েস স্যাম্পল দিতে হবে।এর আগে জেলা আদালতের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জরুরি শুনানির আবেদন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে সেই আবেদন জানানো হলেও আদালত তা গ্রহণ করেনি।শুনানির সময় বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ৩১ জুলাই পর্যন্ত গ্রেফতার-সহ কোনও কড়া পুলিশি পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা পাওয়ার পরও তদন্তে সহযোগিতা করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি কোথায়।অভিষেকের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, প্রচারসভার ভিডিওতে শোনা কণ্ঠস্বর যে তাঁর মক্কেলেরই, তা তিনি স্বীকার করেছেন। তাই আলাদা করে ভয়েস স্যাম্পল দেওয়ার প্রয়োজন নেই।এর বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের আইনজীবী জানান, ভয়েস স্যাম্পল দিতে অস্বীকার করা তদন্তে অসহযোগিতার শামিল। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে রেকর্ড করা বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা তদন্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।রাজ্য সরকারের তরফে আরও বলা হয়, হাই কোর্ট যে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছিল, তার অন্যতম শর্তই ছিল তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা। ভয়েস স্যাম্পল দেওয়া সেই সহযোগিতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি মৌখিকভাবে মন্তব্য করেন, যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশি কড়া পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা পেয়েছেন, তাই তাঁর উচিত তদন্তে সহযোগিতা করে দ্রুত ভয়েস স্যাম্পল দেওয়া।শেষ পর্যন্ত আদালত জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি করতে অস্বীকার করে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের পরবর্তী শুনানির দিন হিসেবে ১০ জুলাই নির্ধারণ করে।

বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'সিএম-ফ্লাইট' কর্মসূচি শুরু অসম সরকারের

গুয়াহাটি, ৭ জুলাই (আইএএনএস): বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে রাজ্যের যুবকদের বিদেশি ভাষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে 'সিএম-ফ্লাইট' নামে নতুন কর্মসূচি শুরু করেছে অসম সরকার। মঙ্গলবার এই কর্মসূচির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী জানান, অসমের বিপুল যুবশক্তি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে।

তিনি বলেন, 'অসমের জনসংখ্যাগত সম্ভাবনা এবং বিশ্বজুড়ে দক্ষ কর্মীর চাহিদার সমন্বয় আমাদের জন্য অন্যতম বড় সুযোগ। আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে ভারতের দৃঢ় অংশীদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি 'সিএম-ফ্লাইট' বাস্তবায়ন করছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বিদেশি ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবকদের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা।

বর্তমানে প্রথম ব্যাচে ৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী জাপানি ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাঁদের উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া এই উদ্যোগের সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি আরও জানান, আগামী পর্যায়ে এই কর্মসূচির আওতায় কোরিয়ান, জার্মান-সহ আরও কয়েকটি বিদেশি ভাষার প্রশিক্ষণ চালু করা হবে, যাতে রাজ্যের যুবকদের আন্তর্জাতিক চাকরির সুযোগ আরও বাড়ে।

প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা ভাগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই কর্মসূচি কীভাবে তাঁদের স্বপ্নকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে, তা দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।'

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কূটনৈতিক নয়, বরং শতাব্দীপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক সভ্যতাগত সম্পর্ক। দুই দেশের বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে আরও দৃঢ় হচ্ছে।

এদিন ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মানে ভূষিত হওয়ার প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সম্মান ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নয়, বরং ১৪০ কোটি ভারতীয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় প্রবাসীর। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় কথা, এই সম্মান ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার গভীর বন্ধুত্বের আরেকটি প্রতীক।

ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছানোর পর যে উষ্ণ অভ্যর্থনা তিনি পেয়েছেন, তা তাঁকে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত করেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তো স্বয়ং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এছাড়া সাধারণ মানুষ, শিশু ও তরুণদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভারতের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার বিমান ইন্দোনেশিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে এই দেশে পা রাখা পর্যন্ত এখানকার মানুষের ভালোবাসা ও আন্তরিক অভ্যর্থনায় আমি অভিভূত।

ড্রেন ভরাটের

● প্রথম পাতার পর

বলে আমি জানতে পেরেছি। প্রশাসন যদি ভরাট করা মাটি সরিয়ে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে দেয়, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।"

এদিকে গুরুত্বপূর্ণ ড্রেনটি ভরাটের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। তাই দ্রুত নয়নজলি থেকে মাটি অপসারণ করে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শহরের জল নিষ্কাশনের এই গুরুত্বপূর্ণ পথ কত দ্রুত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, সেদিকেই নজর এলাকাবাসীর।

Ph: (03821)-295080 (Land)
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/NIT/EE/PWD/AMP/2026-27 Dated: 02-07-2026
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/2072-2147 Dated: 02-07-2026
Last date and time for document downloading and bidding: 27-07-2026
Time and date for opening of bid: 27-07-2026

Sl No.	Name of Work	Time of Completion
1	Hiring of construction supervision consultancy firm for supervision of 5(five) packages of work for strengthening and improvement of roads under World Bank aided project namely Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP) in Karbook Block, Silachari Block & Rupaichari Block in the state of Tripura. RFP NO: IN-PWD(R&B)-536461-CS-QCBS	18 Months

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
For and on behalf of Governor of Tripura
ICA/C-1082/26
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

মৃত ১৩, আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। পালঘর ও সিন্ধুদুর্গে পৃথক দুটি ডুবে যাওয়ার ঘটনায় একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। সিন্ধুদুর্গে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ৩০টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সাতারা জেলায় ভূমিধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চার জন আহত হয়েছেন।

অবিরাম বৃষ্টি ও ভূমিধসের আশঙ্কায় মাথেরান, লোনাভালা, খোপোলি এবং লোহাগড়-সহ একাধিক পাহাড়ি এলাকায় "রেড অ্যালার্ট" জারি করা হয়েছে। সেখানে দুটি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) দল মোতায়েন করা হয়েছে।

পুণে জেলার মাওয়াল তালুকের পাতন এলাকায় ভূমিধসে একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে চার জন আটকে পড়েন। অন্যদিকে তালেগাঁও-দাভাডের কাছে বন্যার জলে ২৫ জন যাত্রী-সহ একটি বাস আটকে পড়লেও এনডিআরএফের তৎপরতায় সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

রায়গড় জেলার সুধাগড় তালুকে ছয় মাসের এক শিশুসহ একই পরিবারের ছয় সদস্য বন্যার জলে বাড়ির ছাদে আটকে পড়েন। গ্রামের সমস্ত রাস্তা জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকারীরা নৌকার সাহায্যে তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

ভূমিধস ও জল জমে যাওয়ায় রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। কাশেদি ঘাটে ভূমিধসের জেরে মুম্বই-গোয়া জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ ছিল। মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ে এবং খোপোলি সড়কেও ভূমিধস ও জলাবদ্ধতার কারণে যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। মাওয়াল ও তামহিনি ঘাট এলাকায়ও ভূমিধস এবং বন্যার কারণে বিকল্প পথে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের বাকি অংশ যখন প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত, তখন বিদর্ভ অঞ্চলে এখনও বর্ষার দেখা মেলেনি। ওয়ার্ধা, আকোলা, অমরাবতী, ইয়াভতমাল এবং চন্দ্রপুর জেলায় এই সময়ে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের কোনও খবর নেই।

বিদ্যুৎমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

নিষ্পত্তি করতে হবে এবং গ্রাহকদের ভোগান্তি কোনোভাবেই যাতে দীর্ঘায়িত না হয়, এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রিপেইড বিদ্যুৎ গ্রাহকদের রিচার্জ সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। রিচার্জে যাতে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবাই গ্রাহকদের আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করবে।মন্ত্রী রতন লাল নাথ বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, হাসপাতাল, পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসহ সব ধরনের জরুরি পরিষেবায় কোনো অবস্থাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়া চলবে না। একই সঙ্গে গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে দিনরাত পরিষেবা সচল রাখা, বিদ্যুৎ বিল আদায়ের অগ্রগতি, গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বর্ষাকালে সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিটি বিভাগের প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিদ্যুৎ কর্মীদের আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবল প্রস্তুত রাখার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মন্ত্রী।বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে জানা গেছে, বর্ষাকালে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতোমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জরুরি মেরামতি দল, প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, ক্যাবল, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত রাখা হয়েছে, যাতে কোনো দুর্যোগের পর দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়। রাজ্যে গ্রাহক বান্ধব বিদ্যুৎ পরিষেবা গড়ে তুলতে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের পরামর্শ অনুযায়ী নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ নিগম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিগমের নিরন্তর প্রচেষ্টা জারি রয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয়রা মৃতদেহটি মনতোষ দাসের বলে শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে এটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্তের স্বার্থে সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এদিকে, পরিবারের সদস্যদের দাবি, মনতোষ প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নিজের মোটরসাইকেল সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু ঘটনার দিন তিনি মোটরসাইকেল ছাড়াই বাড়ি থেকে বের হন, যা তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। এই বিষয়টিকেও তদন্তে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করতে রাজি নয় পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মূল্যে ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতেও সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। পেপারলেস হাসপাতাল প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনার পাশাপাশি জেনেরিক ওষুধের প্রাপ্যতা বাড়ানোর বিষয়েও সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

আটক যুবক

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, দীর্ঘদিন ধরেই গুদামে মজুত পাঠ্যপুস্তকের হিসাবের সঙ্গে বাস্তব মজুদের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তার ধারণা, ধারাবাহিকভাবে বই চুরির কারণেই এই ঘাটতি তৈরি হয়েছে। সোমবার রাতের ঘটনায় সেই সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে।

ঘটনার পর ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। এই চুরির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং এর আগে গুদাম থেকে বই উধাও হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ধৃতের কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

4th/Final CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Manu vide No.F.5-1/Chassis No.27884103802/MFSD/2020-251/11012-15 dated 18/03/2021, that while patrolling duty by Sri Bivison Debbarma Fr, I/C of FPU, Manu alongwith his staffs has seized a vehicle bearing Registration No. Nil, Chassis No.278814103802 (TATA Magic) from Shivbari area on 08/02/2021 at about 10:30 PM vide his OR No.43/FPU-Manu/2020- 21 dated, 08/02/2021 for illegally carried teak files over 14 nos. (1.143 cum) without permission of authority & GP/TP.
AND WHEREAS, Sri Bivison Debbarma, Fr has checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 14 nos. (1.143 cum) teak files. Then said vehicle bearing registration no. Nil, Chassis No.278814103802 (TATA Magic) was seized by Sri Bivison Debbarma, Fr under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub- section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FPU Camp Complex, Manu.
NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. Nil, Chassis No.27814103802 (TATA Magic) for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-II/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.
NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. Nil, Chassis No.27814103802 (TATA Magic) to prefer his/their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.
If the owner of the vehicle or his/their authorized representative fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.
Issued under my seal and signature of this day on_01/07/2026.
[Ms. Sangita Aba Khatal, IFS]
[Authorized Officer]
ICA/D-498/26
District Forest Officer,
Dhalai, District Ambassa.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: CO/TSR-11/PNIT/01/2026-27.
Commandant, 11th Bn Tripura State Rifles, Pathaliaghat, Sepahijala Tripura invites percentage rate e- tender from the eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 1600 Hours on 27/07/2026 for the below notedwork: -

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of Brick Soling road from Adm. Block - SO mess road to Barrack No.II (L- 207.00 mtr) at 11th Bn TSR(IR- VII), Pathaliaghat.	Rs. 4,95,298.0	Rs. 9,906.00	90(Ninety) Days	Upto 1600 Hrs on 27/07/2026	At 1600 Hrs on 27/07/2026	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only through online at website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closed.
(Jyotisman Daschaudhuri)
Commandant
ICA/C-1089/26
11th Battalion TSR(IR-VII)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27
The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD, for the following work:

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 41/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 50,29,011.00	Rs. 1,00,580.00	90 days	Rs.4000.00
2	DNIe-T No: 42/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 50,29,011.00	Rs. 1,00,580.00	90 days	Rs.4000.00
3	DNIe-T No: 43/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 50,29,011.00	Rs. 1,00,580.00	90 days	Rs.4000.00
4	DNIe-T No: 44/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 50,29,011.00	Rs. 1,00,580.00	90 days	Rs.4000.00
5	DNIe-T No: 45/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 69,13,615.00	Rs. 1,38,272.00	90 days	Rs.4000.00
6	DNIe-T No: 46/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 17,28,403.00	Rs. 34,568.00	90 days	Rs.1000.00
7	DNIe-T No: 47/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27	Rs. 17,28,403.00	Rs. 34,568.00	90 days	Rs.1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 13/07/2026 up to 3:00 PM
Time and date of opening of bid: 13/07/2026 at 4:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
ICA/C-1078/26
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

নিখোঁজ ৭

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণস্থলের একটি বড় অংশ চাপা পড়েযায়। গত ২৪ ঘণ্টায় মেপ্পাডি এলাকায় ২২৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।এলাকাটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় ঘটনাস্থলের কাছে একাধিক ব্যক্তিগত গাড়ি এবং নির্মাণশ্রমিকদের বহনকারী একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। উদ্ধারকারী বাহিনীর আশঙ্কা, এখনও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন।কেরল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (কেএসডিএমএ) সদর দফতরে জরুরি বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী সতীশন জানান, অবিরাম বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হলেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযান চলছে তিনি বলেন, 'সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, একজনের মৃত্যু হয়েছে, সাতজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং আরও সাতজন নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নির্মাণস্থলে খনন করে তোলা বিপুল পরিমাণ মাটি সরিয়ে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে গত ২০ জুন আনুষ্ঠানিক সরকারি নির্দেশও জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সংস্থাটি সেই নির্দেশ মানেনি।সতীশন বলেন, 'চলমান যে কোনও প্রকল্পে নিরাপত্তাবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এত বড় দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' তিনি রাজস্বমন্ত্রী এ. পি. অনিল কুমার এবং কৃষিমন্ত্রী টি. সিদ্দিককে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে রওনা হওয়ার আগে কৃষিমন্ত্রী টি. সিদ্দিক সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে টানেল নির্মাণের সময় খনন করে তোলা মাটি যেভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছিল, সেটাই এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।তিনি জানান, আহতদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। দুটি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।সিদ্দিকের দাবি, আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না মেনে মাটি ফেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'এটি প্রাকৃতিক ভূমিধস নয়, এটি একটি মানবসৃষ্ট বিপর্যয়।' তিনি আরও জানান, পূর্বের সতর্কবার্তার পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, ওয়ানাড়ের লোকসভা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।

সম্মান প্রদান

● প্রথম পাতার পর

এই সম্মানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রাপ্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের তালিকায় আরও একটি সংযোজন হল। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে তিনি ৩০টিরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যা তাঁকে ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গত মাসে সেশেলস সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন' প্রদান করে। সেই সম্মান তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইরত সমস্ত দেশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন।

মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানি, বাণিজ্য, সামুদ্রিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এর আগে জাকার্তায় পৌঁছানোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নজিরবিহীন আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হয়। মেরদেকা প্রাসাদের পথে রাস্তার দু"ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলপড়ুয়া শিশুরা ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পতাকা নেড়ে তাঁকে স্বাগত জানায়। প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো নিজে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং দুই নেতা উষ্ণ আলিঙ্গন বিনিময় করেন। পরে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।সোমবার বিকেলে ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরের প্রথম পর্বে জাকার্তায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিরল কূটনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তো নিজে বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে তাঁকে স্বাগত জানান।বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে অভ্যর্থনা পেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ২০১৮ সালে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ককে কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ-এ উন্নীত করা হয়েছিল, যার সুফল দুই দেশের জনগণ পেয়েছে। এবারের সফরে সেই অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা হবে।এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর চতুর্থ ইন্দোনেশিয়া সফর হলেও, ২০১৮ সালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর।সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তো যোগ্যাকার্তায় অবস্থিত ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী প্রাম্বানান মন্দির কমপ্লেক্সও পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে ইন্দোনেশিয়া সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদী অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফরে যাবেন।

ই-রিক্সা চালকের

● প্রথম পাতার পর

অকাল প্রয়াণে পরিবারটি গভীর সংকটে পড়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। তাঁদের কান্নায় হাসপাতাল চত্বরে হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগতির কারণে ই-রিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা থেকে ইউপিআই-ধাঁচের ডিজিটাল পেমেন্ট, একাধিক চুক্তিতে ভারত-ইন্দোনেশিয়া; বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদারের লক্ষ্য

জাকার্তা, ৭ জুলাই (আইএএনএস): প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, ডিজিটাল পরিকাঠামো, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য এবং খনিজ সম্পদ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সমঝোতায় সই করল ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর বৈঠকের পর দুই দেশ তাদের সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, দুই দেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও বিস্তৃত করার বিষয়ে একমত হয়েছে। এর মধ্যে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সহযোগিতা চুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

দুই নেতা সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সমুদ্রসীমা পর্যবেক্ষণ, উপকূলীয় নজরদারি, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা (এইচএডিআর), দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার (এসএআর)-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন। তাঁদের মতে, এই সহযোগিতা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এছাড়া সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) নবীকরণ এবং ইন্দোনেশিয়ার বাকামলা ও ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বাস্তবায়ন চুক্তিকে স্বাগত জানান দুই নেতা। প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, কারিগরি সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধি, জাহাজ নির্মাণ, প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ (এমআরও) কেন্দ্র গড়ে তোলা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও দুই দেশ একমত হয়েছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামরিক ওষুধ সরবরাহে সহযোগিতার অগ্রগতিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে।

দুই নেতা ভারতের ''বিকশিত ভারত ২০৪৭'' এবং ইন্দোনেশিয়ার ''ইন্দোনেশিয়া এমাস ২০৪৫''-এর মধ্যে উন্নয়নমূলক মিলের কথা উল্লেখ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর করার ওপর জোর দেন।

এই লক্ষ্য পূরণে আসিয়ান-ভারত পণ্য বাণিজ্য চুক্তি-র পর্যালোচনা দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি ২০২৬ সালে ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, বিয়েনিয়াল ট্রেড মিনিস্টার্স ফোরাম এবং যৌথ অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংলাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুই দেশ শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা দূর করা, বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহজ করা এবং অর্থনীতি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শিল্প ও সরবরাহ শৃঙ্খলায় সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও রেয়ার আর্থ সম্পদে সহযোগিতা বাড়িয়ে সরবরাহ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে খনিজ ও ইস্পাত সরবরাহ শৃঙ্খলায় সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকেও সই হয়েছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক ইন্দোনেশিয়া-র মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন চালুর প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছে দুই দেশ। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে স্বাস্থ্যকর্মী উন্নয়ন সংক্রান্ত বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ।

সমুদ্র ও আকাশপথে যোগাযোগ আরও উন্নত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট প্রাবোও ইন্দোনেশিয়ার সাবাং বন্দর উন্নয়নে ভারতের আগ্রহকে স্বাগত জানান।

ডিজিটাল অর্থনীতিতে সহযোগিতা বাড়াতে ভারতের ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স-এর আদলে ইন্দোনেশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া ওপেন নেটওয়ার্ক চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই নেতা।

এছাড়া ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সীমান্ত-পার ডিজিটাল কিউআর পেমেন্ট সংযোগ চালুর দিকেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে বৈঠকের পর জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াই জেলায় টিআরপিসি''র তিনটি রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ জুলাই: ত্রিপুরা রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন (টিআরপিসি) লিমিটেড এর পশ্চিম জোনের অন্তর্গত খোয়াই জেলার প্রমোদনগর, তকছায়া এবং বাদলাবাড়ি রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের সংস্কার করা হয়েছে। অয়েল ইন্ডিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এই রাবার প্রসেসিং সেন্টারগুলির সংস্কারের কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ব্যয় হয়েছে ১০,৬২, ১৩৭ টাকা। রাবার প্রসেসিং সেন্টারগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে টিআরপিসি লিমিটেডের অধীনে যেসব রাবার চাষি রয়েছেন তারা এখানে আরও বেশি পরিমাণে উন্নতমানের রাবার শিট তৈরী করতে পারবেন। তাতে রাবার চাষিগণ আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।

খোয়াই জেলার বাদলাবাড়ি এলাকায় রাবার চাষি রয়েছেন ৭৭ জন। তারা ৭৭ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ করছেন। এই রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বছরে প্রায় ২৫ মেট্রিক টন রাবার শিট উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রমোদনগর এলাকায় ৫৪ জন রাবার চাষি ৬৫ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ করছেন। এই রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বছরে প্রায় ২৩ মেট্রিকটন রাবার শিট উৎপাদন করা হচ্ছে। তকছায়া এলাকায় ৮২ জন রাবার চাষি ৮২ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ করছেন। এই রাবার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বার্ষিক ২১ মেট্রিকটন রাবার শিট উৎপাদন করা হচ্ছে।

সিপিআইএম নলুয়া এবং ঋষ্যমুখ অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৭ জুলাই: সিপিআইএম নলুয়া এবং ঋষ্যমুখ অঞ্চল কমিটির যৌথ উদ্যোগে ঋষ্যমুখ এবং নলুয়া অঞ্চলের এলাকায় জরুরি ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের নিকট আজ ৭ই জুলাই এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বাবুল দেবনাথ, বিজন পাল, ভাগ্য ধর মজুমদার, রাখাল সরকার, মন জয় ত্রিপুরা, সুরেশ দেবনাথ, দুলাল ঘোষ, বিসু ত্রিপুরা, অমল দেবনাথ এই ৯ সদস্য প্রতিনিধি দল ১৪ দফা দাবির স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, মহকুমা শাসক দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন, প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে মহকুমার শাসকের কাছে অনুরোধ করেন মহাকুমার শাসক সহ লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের নিয়ে এলাকা পরিদর্শনের কথা দাবি জানালে মহকুমা শাসক জানালেন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছে।

পশুপাখীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: লাইভস্টক হেলথ সিকিউরিটি ইনোভেশন ইন ডিজিজ প্রিভেনশন সার্ভিল্যান্স এন্ড কন্টোল শীর্ষক এক দিনের রাজ্যভিত্তিক আলোচনা সভা আজ প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন কে চঞ্চল, উপ অধিকর্তা ড. বিমল কৃষ্ণ দাস সহ অতিথিগণ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার রাজ্যের জলবায়ুতে প্রাণীপালনের সম্ভাবনা এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন রোগের প্রকোপ থেকে প্রাণীদের রক্ষা করতে তিনি টিকাকরণ, ক্রমাগত নজরদারি এবং উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার কথা তুলে ধরেন। দপ্তরের অধিকর্তা ড. এন কে চঞ্চল পশুপাখীর বিভিন্ন রোগাক্রমণ এবং তা থেকে রক্ষা করার জন্য টিকাকরণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। আলোচনাচক্রে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ড. বিমল কৃষ্ণ দাস। পরে টেকনিক্যাল সেশনে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করেন।

নৈশভোজে হাস্যরসের মুহূর্তে মোদী-প্রাবোও, ভারতের উন্নয়নের প্রশংসায় করতালিতে মুখর পরিবেশ

জাকার্তা, ৭ জুলাই (আইএএনএস): ইন্দোনেশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সে দেশের প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর মধ্যে এক নৈশভোজে হওয়া আন্তরিক ও হাস্যরসাত্মক কথোপকথন সকলের নজর কেড়েছে। তবে এই হালকা মুহূর্তের মধ্যেও ভারতের উন্নয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা শোনা যায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের মুখে।

ভোজসভায় প্রাবোও সুবিয়ান্তো বলেন, 'আমি আপনার রাজনৈতিক জীবন অনুসরণ করি এবং আপনার অনেক কর্মসূচির অনুকরণ করি। এটা স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই।' তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত অতিথিদের মুখে হাসি ফোটে।

তিনি আরও বলেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া প্রায় একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেগুলি মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

প্রাবোওর এই মন্তব্যকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব এবং গত কয়েক দশকে ভারতের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের পর উপস্থিত অতিথিরা টেবিলে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানান।

এরপর তিনি রসিকতার সুরে বলেন, 'এই অগ্রগতিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোনও কপিরাইট নেই, এটা জেনে আমি খুশি।' তাঁর এই মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী-সহ উপস্থিত সকলে হাসিতে ফেটে পড়েন।

এর আগে মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ''বিনতাং আদিপূর্ণা'' প্রদান করেন। ১৯৫৯ সালে প্রবর্তিত ''বিনতাং আদিপূর্ণা অব দ্য রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া'' সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক ও সামরিক সম্মান, যা অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে জাকার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নজিরবিহীন আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানো হয়। মেরদেকা প্রাসাদের পথে রাস্তার দু''ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলপড়ুয়া শিশুরা ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পতাকা নেড়ে তাঁকে স্বাগত জানায়।

পরে প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। দুই নেতা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং এরপর দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অযোধ্যায় দাসত্বের প্রতীক নয়, আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ রামমন্দির দাঁড়িয়ে: প্রতাপগড়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী

লখনউ, ৭ জুলাই (আইএএনএস): অযোধ্যার রামমন্দিরে অর্থ তছরুপের অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক তরজার আবহে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মঙ্গলবার কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-কে তীব্র আক্রমণ করেন। প্রতাপগড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যার মধ্যে একটি অত্যাধুনিক মেডিক্যাল কলেজও রয়েছে, উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যেখানে তারা দাসত্বের প্রতীকস্বরূপ একটি স্থাপনা দেখতে চেয়েছিল, সেখানে আজ ভগবান রামের বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

যোগী আদিত্যনাথ কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিকে কটাক্ষ করে বলেন, এদের রং বদলের প্রবণতা দেখে গিরগিটিও লজ্জা পাবে।

তিনি অভিযোগ করেন, দুই দলই জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করেছে।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস একসময় ভগবান রাম ও ভগবান কৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির সরকার রামভক্তদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে মন্তব্য করার কোনও নৈতিক অধিকার তাদের নেই।

বিলোনিয়ায় ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল নিয়ে কর্মশালা, শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জুলাই: শিক্ষার্থীদের ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মঙ্গলবার বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কলেজ স্কোয়ারের অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আইএনও -রা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিলোনিয়ার মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জয় শীল এবং তিনজন টিসিএস প্রবেশনারি অফিসার।

কর্মশালায় ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এবং বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায় বলেন, যোগ্য কোনো শিক্ষার্থী যেন বৃত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও জানান, শিক্ষার্থীদের রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করা, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শংসাপত্র ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় সরকারি পরিষেবা দ্রুত প্রদানের জন্য প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রয়োজনে আধার কার্ড হালনাগাদের ব্যবস্থাও করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

মহকুমা শাসক বলেন, এসব কাজ ''যুদ্ধকালীন তৎপরতায়'' সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সময়মতো সরকারি সুবিধা ও বৃত্তির অর্থ পেতে পারে। এই কর্মশালায় মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ১২০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালাটিকে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন।

বিশালগড়ে বিদ্যার্থী পরিষদের মেধা কৃতি সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়,৭ জুলাই: অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস উপলক্ষে মেধা কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার বিশালগড় নিউ টাউন হলে বিশালগড়ের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্তীণ বিদ্যার্থীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী তুষার ভৌমিক, প্রান্ত কার্যকরনি শুভজিৎ রায়, বিশালগড় নগর সভাপতি রাজেশ সুর চৌধুরী, সহ - সম্পাদিকা মৌসুমি সাহা প্রমুখ। বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং যুব নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অতিথিরা।

প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী তুষার ভৌমিক জ্ঞান চরিত্র একতার আদর্শে গড়া রাষ্ট্রপ্রেমী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যক্রম ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন আমাদের লক্ষ্য ব্যাক্তি নির্মাণ। ব্যাক্তি নির্মাণের মাধ্যমে সমাজ ও বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করছে এই সংগঠন। এদিনের অনুষ্ঠানে একক এবং দলগত দেশাত্মবোধক সংগীত সকলের মন জয় করে। শেষে বিশালগড় এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের শুভেচ্ছা স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করে সংবর্ধিত করেন অতিথিরা।

প্রতাপগড়ে ব্যবসায়ীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় সরব সিপিআই(এম), পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ৭ জুলাই: রাজধানীর প্রতাপগড় এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সিপিআই(এম)। মঙ্গলবার দলের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এবং ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়। পাশাপাশি পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। দলীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআই(এম)-এর পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির নেতা অমল চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, প্রায় এক মাস আগে ব্যবসায়ীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটলেও পুলিশ দীর্ঘ সময় পর ঘটনাস্থলে তদন্তে যায়। আরও বিস্ময়কর বিষয়, পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে তদন্ত চালাচ্ছিল, তখনই বাড়ির গেটের সামনে পরিবারের এক সদস্যকে ঘুমপাড়ানি স্প্রে প্রয়োগ করে তাঁর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এ প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, একটি গুরুতর অপরাধের তদন্তে পুলিশের এমন বিলম্ব এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই ছিনতাইয়ের ঘটনা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত এবং দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ ও ছিনতাইউভয় ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

রথযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে তেলিয়ামুড়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই: আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপাঞ্জন দাস, ডিএসপিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার, পূর্ত, বিদ্যুৎ, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপকসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় জানানো হয়, প্রতি বছরের মতো এবারও মহকুমার অন্তর্গত সকল রথযাত্রা উদ্যোক্তাকে নিজ নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট থানার কাছ থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া রথযাত্রার দিন বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রথ টানার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। জননিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় ওই সময় সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, রথের চূড়ায় কোনো ধরনের ধাতব বস্তু ব্যবহার করা যাবে না এবং কোনো রথের উচ্চতা ১০ ফুটের বেশি হওয়া চলবে না। এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য সকল উদ্যোক্তার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা নিরাপত্তা, যান চলাচল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও জনসচেতনতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। চেয়ারপার্সন রূপক সরকার এবং মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, রথযাত্রাকে আরও নিরাপদ করতে একটি বিশেষ নিরীক্ষণ টিম গঠন করা হবে। এই টিম প্রতিটি রথের নিরাপত্তা এবং কোন সড়কপথ ব্যবহার করা হবে তা পূর্বেই পরিদর্শন ও যাচাই করবে। সভা শেষে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল রথযাত্রা উদ্যোক্তা ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে রথযাত্রা উৎসবকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদভাবে সফল করতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং ইস্যুতে মতবিরোধ, মুখোমুখি বাস মালিক ও স্ট্যান্ড কর্তৃপক্ষ

আগরতলা, ৭ জুলাই: রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষের অভিযোগ তুলেছেন একাংশ বাস মালিক। তাঁদের দাবি, পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের জায়গা না থাকায় প্রতিদিনই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, বাসস্ট্যান্ড পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বর্তমানে স্ট্যান্ডে পার্কিং নিয়ে বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই।

স্ট্যান্ডের অপারেটর জানান, পার্কিং পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি নির্ধারিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করছেন না। সেই বিষয়টি আড়াল করতেই তিনি পার্কিং সংকটের অভিযোগ তুলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন অপারেটর। তিনি আরও নানান, বর্তমানে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ এবং বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কারণে সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধা তৈরি হয়েছে। তবে এসব কাজ শেষ হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তাঁর দাবি।

অপারেটরের অভিযোগ, চলমান উন্নয়নমূলক কাজের কারণে সৃষ্ট সাময়িক অসুবিধাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পার্কিং পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করছেন। এদিকে, পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী দাবির জেরে বাসস্ট্যান্ডে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ এবং দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন বাস মালিকদের একাংশ।

মহারাজগঞ্জ বাজারে উদ্বোধন হলো বিশুদ্ধ পানীয় জলের ট্যাংক, উপকৃত হবেন হাজারো ক্রেতা-বিক্রেতা

আগরতলা, ৭ জুলাই: রাজধানী আগরতলার ঐতিহ্যবাহী মহারাজগঞ্জ বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একটি আধুনিক ট্যাংক উদ্বোধন করা হয়েছে। আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে নির্মিত এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এলাকার কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন, মহারাজগঞ্জ বাজার ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার। প্রতিদিন এখানে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীর সমাগম হয়। এখান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাইকারি সবজি সরবরাহ করা হয়। তাই বাজারে আগত সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের এই স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ট্যাংকটি নির্মাণে প্রায় ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বাজারে আসা হাজারো মানুষ সহজেই নিরাপদ পানীয় জল পাবেন।

কর্পোরেটর আরও জানান, মহারাজগঞ্জ বাজারে ভবিষ্যতে আরও দুটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বাজারের পরিকাঠামো আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা আরও বাড়বে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানান, দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হওয়ায় বাজারে আসা মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।

বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু মনশ্রীর পাশে সিপিআই(এম), বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন জীতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ৭ জুলাই: বিরল রোগে আক্রান্ত হাপানিয়া এলাকার ছোট্ট শিশু মনশ্রী চৌধুরীর পরিবারের পাশে দাঁড়াল সিপিআই(এম)-এর শীর্ষ নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুপুরে হাপানিয়ার চৌমুহনীপাড়া এলাকায় মনশ্রীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীসহ দলের এক প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কৃষ্ণা রক্ষিত, পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সিপিআই(এম)-এর পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্য সৃজন দেব, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শান্তনু দেব, হাপানিয়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আশীষ চক্রবর্তীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ মনশ্রীর মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে শিশুটির চিকিৎসা ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, বিরল রোগে আক্রান্ত মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তর থেকে সহযোগিতা পেলে চিকিৎসা চালিয়ে নেওয়া অনেকটাই সহজ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা। সিপিআই(এম)-এর প্রতিনিধিরা মনশ্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়ে ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ধর্মনগরে বাম ছাত্রনেতার ধানের

● আটের পাতার পর

হয়েছে। তার দাবি, আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওই চারা মূল জমিতে রোপণের প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্তরা চারা নষ্ট করে দেওয়ায় তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

ঘটনার পর অমরজিৎ দেব দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই ধরনের নাশকতা চালানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি তুলেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও গত বছর অমরজিৎ দেবের কচু ক্ষেত ও আগর বাগান নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। পরপর এ ধরনের ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে।

নিজেদের অর্থে ডাইনিং হল নির্মাণ

● আটের পাতার পর

অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু বর্তমানে উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, ভুবনছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শক্তি শুধু তার ভবন বা পরিকাঠামো নয়; বরং সেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা, যারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেন। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগ শুধু বিদ্যালয়ের ৯৮ জন শিক্ষার্থীর নয়, সমগ্র কমলপুর মহকুমার জন্যই এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

১৫ দফা দাবিতে বিলোনিয়ায়

● আটের পাতার পর

কর্তৃপক্ষের নজরে আনার কথা বলেছেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দে, রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বাসুদেব মজুমদার, আশিস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা, মধুসূদন দত্ত, মানব রায়, নারী নেত্রী অনিন্দিতা সাহা, বিকাশ পালসহ জেলা ও মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। সভায় বক্তারা জনস্বার্থে উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
08-07-2026, 00:57

প্রেস ক্লাবের ফুটবল প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড় নিলাম সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।।সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হতে যাচ্ছে আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ ক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে খেলোয়াড় নিলাম (প্লেয়ার অকশন) প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নিলামে অংশ নিয়ে নিজেদের রণকৌশল সাজিয়ে নেয় টুর্নামেন্টের চার প্রতিদ্বন্দ্বী দল এপিসি ফাইটার, এপিসি টাইগার, এপিসি ওয়ারিয়র এবং এপিসি লায়ন। স্ব-স্ব দলের অধিনায়কদের উপস্থিতিতে এই নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চার দলই তাদের চূড়ান্ত স্কোয়াড গঠন করেছে।চূড়ান্ত দল গঠনে প্রতিটি দলেই অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের দারুণ ভারসাম্য দেখা গেছে। মেঘধন দেবের নেতৃত্বে "এপিসি লায়ন", সুমিত সিংহের নেতৃত্বে "এপিসি ওয়ারিয়র", অভিষেক দেববর্মার নেতৃত্বে "এপিসি টাইগার" এবং সুপ্রভাত দেবনাথের নেতৃত্বে "এপিসি ফাইটার" টুর্নামেন্টে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। দলগুলোর সাথে কোচ ও ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত রয়েছেন ক্লাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। খেলোয়াড় নিলাম শেষ হতেই এখন প্রতিটি শিবিরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও রণকৌশল সাজানোর কাজ।নিলাম শেষে ঘোষিত চূড়ান্ত তালিকায় এপিসি লায়ন দলে রয়েছেন সুমন সাহা, কিংকর শীল, দেবাশিস বসু, অভিজিৎ মজুমদার, বিষ্ণুপদ বণিক, রাজেশ রায়, অলক চৌধুরী, আবীর শীল, প্রিয়তোষ চক্রবর্তী, সমীর সাহা ও প্রশান্ত কর্মকার। এপিসি ওয়ারিয়র দলে খেলবেন অমিত দেববর্মা, রবিন কলৈই, কৃষাণু দেববর্মা, জাকির হুসেন, স্বপন কুমার দে, বিপ্লব চন্দ, সিশান চক্রবর্তী, সুজিত আচার্য, অরিন্দম চক্রবর্তী, সুব্রত দেবনাথ (পত্রিকা) ও প্রশান্ত দেবরায়। এপিসি টাইগার স্কোয়াডে আছেন প্রণব শীল, প্রসেনজিৎ সাহা, মিল্টন ধর, মৃদুল চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু দে, বাপন সাহা, অর্পণ দে, পার্থসারথি দেব, সৌরভ মোদক, বিকি ধানুকা ও রাজীব চন্দ। অন্যদিকে, এপিসি ফাইটার দলের হয়ে মাঠে নামবেন স্বপন মিয়া, অভিষেক দে, শুভঙ্কর দাস, সুব্রত দেবনাথ (টিভি), বিশ্বজিৎ দে, অনিমেষ শর্মা, পার্থজিৎ দত্ত, রাজেশ কর, উত্তম চক্রবর্তী, শান্তনু বণিক ও প্রবীর দেববর্মা।আগামী শনিবার সকাল ৯টা থেকে আগরতলার ক্ষুদিরাম স্কুল মাঠে এই টুর্নামেন্টের জমকালো আসর বসবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায়, স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী সহ একাধিক বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এই ক্রীড়া উৎসবকে সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ক্রিকেটে ঠাসা সূচি : আগামীকাল টিসিএ-র চার টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হচ্ছে ২২ দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।।রাজ্যে ক্রিকেটীয় উন্মাদনা বাড়িয়ে আগামীকাল একযোগে মাঠে নামছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) আয়োজিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া টুর্নামেন্টের মোট ২২টি দল। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মহকুমা ও শহরের মাঠগুলোতে আগামীকাল সর্বমোট ১১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সিনিয়র পুরুষদের রাজ্য ক্রিকেট থেকে শুরু করে অনূর্ধ-১৫ এবং মহিলাদের টি-টোয়েন্টি সব বিভাগেই আগামীকাল জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা। টুর্নামেন্টগুলোর নক-আউট ও লিগ পর্যায়ের ভাগ্য নির্ধারণে আগামীকালের ম্যাচগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।সিনিয়র স্তরের ম্যাচগুলোর মধ্যে আগামীকাল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ থাকতে চলেছে রাজ্য ক্রিকেটের "এলিট গ্রুপ"-এর লড়াইয়ে। আগরতলার ঐতিহ্যবাহী এমবিবি স্টেডিয়ামে চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচের সূচিতে শক্তিশালী সদর মুখোমুখি হবে মোহনপুরের। একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে কৈলাশহরের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে শান্তির বাজার। অন্যদিকে, সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটের "প্লেট গ্রুপ"-এর অষ্টম ম্যাচে শান্তিরবাজারের বাইখোঁড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে সাব্রুমের মুখোমুখি হবে অমরপুর। পাশাপাশি, ভবিষ্যৎ তারকাদের অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আগামীকাল মোট চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই বিভাগে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে জিরানিয়া বনাম সোনামুড়া, তালতলা মাঠে আমবাসা বনাম খোয়াই, নীপকো গ্রাউন্ডে কৈলাশহর বনাম কমলপুর এবং মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বিলোনিয়া ও শান্তিরবাজার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।এদিকে, আগামীকালই পর্দা নামতে চলেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লিগ পর্যায়ের। অন্তিম দিনে মোট চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দুটি ভিন্ন মাঠে। টিআইটিগ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় বাধারঘাট প্লে সেন্টার খেলবে রামনগর স্পোর্টিং ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং বেলা একটায় একই মাঠে মুখোমুখি হবে বিদ্যাসাগর স্কুল দল ও চলমান সংঘ। অন্যদিকে, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি (পিটিএ) গ্রাউন্ডে সকালের ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টার মোকাবিলা করবে কসমোপলিটন ক্লাবের। এই মাঠেই দুপুরের শেষ ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টারের মুখোমুখি হবে রয়্যাল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার।

রোনাল্ডোদের বিদায়ের দায় নিয়ে পদত্যাগ মার্তিনেজের ! বিশ্বকাপে ব্যর্থ হওয়ায় চাকরি গেল আরও এক কোচের

বিশ্বকাপ জেতাতে এসেছিলেন। পারেননি। তাই সরে যাচ্ছেন। এমনটাই জানিয়ে দিলেন রবার্তো মার্তিনেজ। বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর পদত্যাগ করেছেন বেশ কয়েকটি দেশের কোচ। সেই ধারা দেখা গেল পর্তুগালেও। পদত্যাগ করলেন দলের কোচ। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের হারের দায় নিজের ঘাড়ে নিলেন তিনি। স্পেনের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পর্তুগাল। খেলা শেষে মার্তিনেজ বলেন, "আমি বিশ্বকাপ জেতাতে পর্তুগালে এসেছিলাম। দলের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। পারিনি। তাই থাকার কোনও মানে হয় না। পর্তুগাল ফুটবল সংস্থা এ বার নতুন কোচ নিয়োগ করবে। আমার চুক্তি আজকেই শেষ। পর্তুগালের হয়ে এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল।"

হারের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন মার্তিনেজ। তাঁর দাবি, প্রস্তুতিতে কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু মাঠে সেটা দেখা যায়নি। মার্তিনেজ বলেন, "আমরা পুরো তৈরি হয়েই নেমেছিলাম। স্পেনের মতো দলকে ৯০ মিনিট আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। মুহূর্তের ভুল সব শেষ। আমারই হয়তো কিছু ভুল ছিল। তাই জিততে পারলাম না। দলের সকলে খুব ভাল খেলেছে। ওদের জন্য গর্বিত।"

বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গিয়েছে রোনাল্ডোরও। এই ম্যাচের আগে তিনি জানিয়েছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ফলে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে আর দেখা যাবে না তাঁকে। তবে পর্তুগালের হয়ে এখনও খেলতে পারেন তিনি। অবসরের কথা ভাবেননি। রোনাল্ডোর প্রশংসা শোনা গিয়েছে মার্তিনেজের মুখে। তিনি বলেন, "রোনাল্ডো দুর্দান্ত ফুটবলার। দুর্দান্ত অধিনায়ক। ও কিংবদন্তি। ওর মতো ফুটবলারের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করতে পেরে আমি গর্বিত। এত বছর ধরে একটা দেশকে টেনেছে। ট্রফি জিতিয়েছে। ও বিশ্বের সর্বকালের সেরাদের এক জন।"

গত বারের বিশ্বকাপ চলাকালীন পর্তুগালের তৎকালীন কোচ ফের্নান্দো স্যান্টসের সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল রোনাল্ডোর। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন স্যান্টস। মরক্কোর কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় পর্তুগাল। তার পরেই স্যান্টসকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় মার্তিনেজকে। আরও এক বিশ্বকাপ শেষে পর্তুগালের আরও এক কোচের চাকরি গেল।

মার্তিনেজ খারাপ দল পাননি। ধারেভারে পর্তুগাল কারও থেকে কম ছিল না। রোনাল্ডো ছাড়াও ব্রুনো ফের্নান্দেস, বের্নার্দো সিলভা, ভিটিনহা, নুনো মেন্দেস, জোয়াও ক্যানসেলো, জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিলকো কনসিসাও, রাফায়েল লিয়াও, গন্সালো রামোসের মতো ফুটবলার ছিল দলে। কিন্তু মাঠে পর্তুগালের খেলায় সেই একতা দেখা যায়নি। তার দায় অবশ্য খানিকটা হলেও কোচের। আর সেই কারণেই হয়তো পদত্যাগ করলেন মার্তিনেজ।

ট্রাম্পের দেখানো পথে ফ্রান্স! দলের তারকা ফুটবলারের হলুদ কার্ড বাতিলের দাবিতে ফিফায় আবেদন এমবাপেদের

ডোনাল্ড ট্রাম্প পথ দেখাচ্ছেন বাকিদের। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দেখানো পথেই হাঁটছে ফ্রান্স। লাল কার্ড দেখার পরেও আমেরিকার ফুটবলার ফোলারিন বালোগুনের সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাতে চায় তারা। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের কার্ড বাতিলের দাবি জানিয়েছে কিলিয়ান এমবাপেদের দেশ।

প্যারাগুয়ে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেছেন ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে। প্যারাগুয়ের ফুটবলার মাতিয়াস গালার্জাকে মুখে আঘাত করায় ওলিসেকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু পরে রিপ্লেতে দেখা গিয়েছে, ওলিসে কেবল গালার্জার জার্সি টেনে ধরেছিলেন। তাঁকে কোনও ভাবেই আঘাত করেননি।

ফ্রান্সের দাবি, হলুদ কার্ড দেখানোর মতো ফাউল ওলিসে করেননি। তার পরেও তাঁকে কার্ড দেখানো হয়েছে। যদি পরে বালোগুনের সাসপেনশন প্রত্যাহার করা যায়, তা হলে ওলিসের হলুদ কার্ডও বাতিল করতে পারে ফিফা। সেই আবেদনই করেছে তারা।

কিন্তু কেন হঠাৎ এক ফুটবলারের হলুদ কার্ড বাতিলের দাবি করল ফ্রান্স। কারণ একটাই। এই দলে ওলিসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কোনও গোল না করলেও পাঁচটি গোল করিয়েছেন। তিনিই মূলত এমবাপেদের গোলের পাস বাড়ান।

যদি কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোকে ফ্রান্স হারায় তা হলে সেমিফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি পড়তে পারে তারা। মরক্কো ম্যাচে ওলিসে আর একটি হলুদ কার্ড দেখলে সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হবে ফ্রান্সের। ফাইনালে উঠলে আগের সব কার্ড বাতিল হয়ে যায়। ফলে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে ওলিসে কার্ড দেখলেও ফ্রান্স ফাইনালে উঠলে তাঁর খেলতে সমস্যা হবে না। তাই ওলিসের হলুদ কার্ড বাতিলের দাবি করা হয়েছে। এখন দেখার, ফ্রান্সের আবেদনে ফিফা সাড়া দেয় কি না।ফোলারিন বোলাগুনের সাসপেনশন প্রত্যাহার মেনে নিতে পারেনি বেলজিয়াম। ফিফার কাছে আবেদন করেছিল তারা। ফিফা তা মানেনি। বালোগুন খেলেছেন। কিন্তু কিছু করতে পারেননি। আমেরিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বেলজিয়াম। আর তার পরেই ফিফা, জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খোঁচা মেরেছে তারা।বেলজিয়ামের চতুর্থ গোলটি করেন রোমেলু লুকাকু। সেই গোলের পর লুকাকুদের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বেলজিয়াম ফুটবল ফেডারেশন। ক্যাপশনে লেখা, "গোলটা বাতিল করে দেখাও।" খেলা শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কায়দায় নাচতেও দেখা যায় বেলজিয়ামের ফুটবলারদের। অর্থাৎ, মাঠেও ট্রাম্পকে খোঁচা মেরেছেন তাঁরা।কারও নাম না নিলেও তাদের এই খোঁচা যে ফিফা, ইনফান্তিনো ও ট্রাম্পের উদ্দেশে, তা স্পষ্ট। তারা বোঝাতে চেয়েছে, মাঠের বাইরে অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বালোগুনকে খেলার সুযোগ করে দিলেও আসল খেলা মাঠের ভিতরে হয়। আর সেখানে আমেরিকাকে দাঁড়াতে দেয়নি বেলজিয়াম।ম্যাচ হারার পর আমেরিকার কোচ মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনোর মুখেও লাল কার্ডের কথা। যদিও দলের হারের জন্য এই বিতর্ককে দায়ী করেননি তিনি। পোচেত্তিনো বলেন, "খুব হতাশ লাগছে। নিজের উপর রাগ হচ্ছে। লাল কার্ড বিতর্ক আমাদের খেলায় প্রভাব ফেলেনি। অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আমাদের দিন ছিল না।"তবে এই বিতর্কের কারণে তাঁকে অনেক বাজে কথা শুনতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন পোচেত্তিনো।

কোয়ার্টারে ইয়ামালেরা, হেরে কাঁদলেন ক্রিশ্চিয়ানো

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। তবে সোমবার যেন বিদায়ের দিনটা না আসে। সেই ইচ্ছাপূরণ হল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের কাছে ০-১ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পর্তুগাল। একমাত্র গোল মিকেল মেরিনোর, যিনি পরিবর্ত হিসাবে নেমে নিয়মিত গোল করার কারণে 'সুপার সাব' নামে অভিহিত হন। তাঁর গোলেই রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেল। ৪১ বছরের ফুটবলারকে অবসর নিতে হচ্ছে বিশ্বকাপ ছাড়াই। এই জীবনের মতো তাঁর কাছে অধরাই থেকে গেল ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি। ফলে লিয়োনেল মেসির সঙ্গে তুলনায় বরাবরই কয়েক যোজন পিছিয়েই থাকবেন তিনি।

ডালাস স্টেডিয়ামে রেফারি অ্যান্টনি টেলরের শেষ বাঁশিটা বাজার বেশ কিছু ক্ষণ ইস্পাতকঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন রোনাল্ডো। শুকনো মুখে এ দিক-ও দিক তাকালেন। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছিলেন কী ঘটে গিয়েছে। সতীর্থ থেকে বিপক্ষ, সকলেই এসে একে একে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুই ছুঁতে পারছিল না তাঁকে। উদাস দৃষ্টিতে চোখ ঘোরাফেরা করছিল স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকে। একটা সময় আর থাকতে পারলেন না। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন। তত ক্ষণে চোখের কোণ ভরে এসেছে। কোনও মতে চেষ্টা করছেন কান্না চাপার। কিন্তু প্রকাশ্যে কাঁদতে যিনি কোনও দিনই পিছপা হননি, তিনি অকারণে আবেগ চেপে রাখবেনই বা কেন!

রোনাল্ডোর চোখ থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল জল। আরও এক বার। ২০১৬-য় ইউরো কাপের ফাইনালে শুরুতেই চোট পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রকাশ্যে কেঁদেছিলেন। সে দিনই আন্তর্জাতিক ট্রফি উঠেছিল তাঁর হাতে। তার পরের কান্না শুধুই দুঃখের। কাতার বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও চোখের জল বাঁধ মানেনি। টানেলেই কেঁদেছিলেন। সোমবার রাতে ডালাসে তাঁর চোখে আরও এক বার জল দেখা গেল। রোনাল্ডো বুঝতে পারছিলেন, এই মঞ্চে আর আসা হবে না। এটাই শেষ বার। আরও এক বার খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁকে।

পর্তুগাল ভক্ত নন। অথচ অনেকেই এ দিন চাইছিলেন রোনাল্ডো জিতুন। বিশ্বকাপ হাতে তুলতে না পারুন। অন্তত আরও কিছু দিন বিশ্বকাপের মঞ্চে যেন দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু ফাইনালের দু'সপ্তাহ আগেই রোনাল্ডোর যাত্রা থেমে গেল। থামিয়ে দিল প্রতিবেশী দেশ স্পেন। এই দলের বিরুদ্ধেই ২০১৮-য় হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। সেই রোনাল্ডো এবং এই রোনাল্ডোর মধ্যে অনেক তফাত। এই রোনাল্ডোর ক্ষিপ্রতা, আগ্রাসন, গতি সব কিছুই উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। এ দিন দু'-একটি এমন বল পেলেন যেখানে থেকে বছর দুয়েক আগেও অনায়াসে গোল করতে পারতেন। মিসকরার পর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে যতই বোঝাতে চান যে ইঞ্চিখানেকের ব্যবধান, রোনাল্ডো জানতেন অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।

অথচ পর্তুগাল যে হারার মতো খেলেছে এ কথা বলা যাবে না। বরং ম্যাচের বেশ কিছুটা সময় তাদের আধিপত্য ছিল। গ্রুপ পর্বে বা নকআউট পর্বের ম্যাচগুলিতে পর্তুগালের খোলনলচে বেরিয়ে পড়লেও, স্পেনের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছিল সমানে-সমানে। কিন্তু স্পেনের বিরুদ্ধে যতটা ভাল খেলা দরকার, ততটা ভাল খেলতে পারেনি। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে একটা-আধটা সুযোগ হাতছাড়া করলেও চলে না। সেখানে পর্তুগাল এমন কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছে যা থেকে নিশ্চিত গোল হতে পারত। তাদের শেষ আক্রমণটিতেও একটু সতর্ক থাকলে গোল করা যেত।পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ ভাবতেই পারেন, দলকে আরও একটু আগ্রাসী হতে বলা উচিত ছিল। পর্তুগাল গোটা ম্যাচে চেষ্টা করেছে স্পেনকে গোল করা থেকে আটকানোর।

সুখদয়ালের হ্যাটট্রিক : জয় অব্যাহত রেখে সাফল্যের দোরগোড়ায় জম্পুইজলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। প্রতিযোগিতার তৃতীয় ম্যাচে তারা ৪-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে। গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচের মধ্যে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সুপার লিগে প্রবেশ করেছিল জম্পুইজলা। সুপার লিগের নিজেদের প্রথম ম্যাচেও তারা সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল। লিগে টানা দুই ম্যাচ জিতে এখন সাফল্যের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। এদিনের ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলে জম্পুইজলা। ম্যাচের মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় সুখদয়াল জমাতিয়ার গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর ৪০ মিনিটে সাগর ত্রিপুরা ব্যবধান দ্বিগুণ (২-০) করেন। প্রথমার্ধ শেষের ঠিক আগে, অর্থাৎ ৪৩ মিনিটে সুখদয়াল নিজের দ্বিতীয় ও দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে জম্পুইজলার জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেন। ম্যাচের শেষলগ্নে, ৮৫ মিনিটে সুখদয়াল জমাতিয়া আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পাশাপাশি দলের স্কোরলাইন ৪-০ করেন। অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুবাদে সুখদয়াল ম্যাচের সেরা (ম্যান অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, ইকফাই ফুটবল ক্লাবের ওপর চাপ এতটাই বেশি ছিল যে ৮৫ মিনিটে তাদের খেলোয়াড় প্রণব সরকারকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখাতে বাধ্য হন।

ট্রাম্পের নাক গলানোই কাল হল !

জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সামনে তাঁকে সপাটে জবাব দিল বেলজিয়াম। বুঝিয়ে দিল, জোর করে কাউকে জেতানো যায় না। মাঠের বাইরে যা-ই হোক না কেন, আসল খেলাটা হয় মাঠে। ৯০ মিনিটে। সেখানেই আমেরিকাকে উড়িয়ে দিল বেলজিয়াম। ৪-১ গোলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বেলজিয়াম। সেখানে তাদের সামনে স্পেন।গত দু'দিন বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় ছিল আমেরিকার স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুনের লাল কার্ড বিতর্ক। বসনিয়া ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পরেও তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেয় ফিফা। জানা যায়, হোয়াইট হাউসের সরাসরি হস্তক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পও প্রকাশ্যে জানান, তিনি ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ফিফার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিবাদ জানায় বেলজিয়াম। লিখিত আবেদনও করে তারা। তাতে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলায়নি।প্রতিপক্ষের সর্বাধিক গোলদাতাকে জোর করে খেলানোর এই সিদ্ধান্তই বোধহয় তাতিয়ে দিয়েছিল রুডি গার্সিয়ার দলকে। নইলে যে বেলজিয়াম গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে রাউন্ড অফ ৩২ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জিতেছে, তারাই আমেরিকাকে উড়িয়ে দিল। গোটা ম্যাচে এক বারের জন্যও মনে হয়নি বেলজিয়াম চাপে রয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের সেরা ম্যাচ খেলল তারা।উল্টে বালোগুনকেই দেখে মনে হল নিজেকে খোলসের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলেছেন। হয়তো লাল কার্ড বিতর্ক তাঁর মাথায় এখনও রয়েছে। বেলজিয়ামের ডিফেন্ডারদের খুব বেশি চ্যালেঞ্জ করলেন না। যে কয়েকটি সুযোগ পেলেন কাজে লাগাতে পারলেন না। শেষ দিকে একটি শট মারলেও তা থেকে গোল হয়নি। বালোগুনকে জোর করে খেলিয়ে খুব একটা লাভ হল না মৌরিসিয়ো পোচেত্তিনোর দলের। উল্টে ৯০ মিনিট ধরে আমেরিকার খেলায় একটা অস্বস্তি চোখে পড়ল।বেলজিয়াম যেন জবাব দেওয়ার জন্য নেমেছিল। প্রথম ১০ মিনিটেই আমেরিকার গোলে পাঁচটি শট মারে তারা। মার্কিন গোলরক্ষক ম্যাট ফ্রিজ হিমশিম খাচ্ছিলেন। একই অবস্থা ছিল দলের রক্ষণের। আগের ম্যাচে সেনেগালের বিরুদ্ধে যে ডি কেটেলায়েরেকে দেখতে পাওয়া যায়নি, বেলজিয়ামের সেই স্ট্রাইকার এই মাচে দাপট দেখালেন। জোড়া গোল করলেন তিনি। প্রথমার্ধে ফ্রি কিক থেকে অবশ্য এক গোল শোধ করেন টিলমান। ব্যস, সে টুকুই। তার বেশি কিছু করতে দেখা যায়নি আমেরিকাকে।গোটা ম্যাচে আমেরিকার রক্ষণ সমস্যায় ফেলেছে। বেলজিয়ামের তৃতীয় গোল তারই ফসল। বক্সের বাইরে বেরিয়ে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের পায়ে তা তুলে দেন ফ্রিজ। ভানাকেন দূর থেকেই শট মারেন। ডিফেন্ডার সুযোগ পেলেও তা বার করতে পারেননি। মনে হল, গোটা দল দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ রকম সুযোগ বেলজিয়ামের মতো দল কেন ছাড়বে ?আমেরিকার ফুটবলারদের শরীরী ভাষায় দেখে মনে হল, হার মেনে নিয়েছেন তাঁরা। কারণ, পিছিয়ে থেকে জিততে হলে যে তাগিদ প্রয়োজন, সেটাই তো দেখা গেল না। গোল লক্ষ্য করে শট থেকে বলের দখল, সবই বেলজিয়ামের বেশি। ৯০ মিনিট ধরে সিয়াটল স্টেডিয়ামে আমেরিকার সমর্থকেরা দলকে তাতানোর চেষ্টা করে গেলেও লাভের লাভ কিছু হল না।প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি রোমেলু লুকাকু। আগের ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও পরিবর্ত হিসাবে নেমে গোল করলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, গোল করতে বেশি ক্ষণ সময় তাঁর লাগে না। তবে এই ম্যাচে খেললেন না কেভিন দ্য ব্রুইন। কেন তাঁকে বসিয়ে রাখলেন কোচ? হতে পারে, কোচের মাথায় পরবর্তী স্পেন ম্যাচের পরিকল্পনা এখন থেকেই ঘুরছে। স্পেনকে হারাতে হলে দলের সবচেয়ে দক্ষ ফুটবলার দ্য ব্রুইনকে তাঁর প্রয়োজন। সেই কারণেই হয়তো আমেরিকার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে তাঁকে বিশ্রাম দিলেন গার্সিয়া।বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিল তিন আয়োজক দেশই। প্রথমে বিদায় নিয়েছিল কানাডা। ২৪ ঘণ্টা আগে মেক্সিকো। আর এ বার আমেরিকা। ট্রাম্প এত কাঠখড় পুড়িয়েও দলকে জেতাতে পারলেন না।রবিবার রাতে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে মেক্সিকো। তার পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। শহরের পূর্বভাগে একটি অঞ্চলে চার জনকে গুলি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বিশ্বকাপে সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

পূর্ব লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি রাস্তায় প্রচুর সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন খেলা দেখতে। অনেকে একটি বারে খেলা দেখছিলেন। সেখানে ইংল্যান্ড এবং মেক্সিকো দুই দেশেরই সমর্থক ছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রচুর মেক্সিকান থাকেন। তাঁদের সমর্থকেরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন।

ম্যাচ শেষ হওয়ার পর গুলির শব্দ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, চারটি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে চার জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের নাম এবং পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হয়নি। পুলিশের ধারণা, একটি ঘটনারই স্বীকার হয়েছে চার জন। দুষ্কৃতিকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

স্থানীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ হুইটিয়ার বুলেভার্ডে ঘটনাটি ঘটে। গুলির শব্দ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান পৌঁছে যান আপৎকালীন নিরাপত্তারক্ষীরা। এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কী ভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন তা বলতে পারেননি আহতেরা।

শোনা গিয়েছে, মেক্সিকো সিটির একটি বারের সামনেও দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মেক্সিকো প্রি-কোয়ার্টারে ওঠার পর রাস্তায় উৎসব করতে গিয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেয়নি প্রশাসন।

অধিনায়ক শ্রেয়সেই আস্থা, জিম্বাবোয়ে সফরের দলে বৈভব, ফিরলেন রিঙ্কু, বাদ সঞ্জু

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে এখনও জয়ের মুখ না দেখা শ্রেয়স আয়ারের উপরই ভরসা রেখেছেন অজিত আগরকরেরা। দলে ফিরেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার রিঙ্কু সিংহ।চলতি মাসেই জিম্বাবোয়ে সফরে যাবে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল। আগামী ২৩ জুলাই দু'দল প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৫ জুলাই এবং তৃতীয় ম্যাচ ২৬ জুলাই। তিনটি ম্যাচই হবে হারারেতে। মূলত আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দলকেই ধরে রাখা হয়েছে। বৈভব সূর্যবংশীও রয়েছে দলে। এই সফরের দলে সুযোগ না পাওয়া রিঙ্কুকে ফেরানো হয়েছে। বাদ পড়েছেন ফর্মে না থাকা অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সঞ্জু। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে এসেছেন পঞ্জাব কিংসের প্রভসিমরন সিংহ। বরুণ চক্রবর্তী ছাড়া তেমন অভিজ্ঞ কোনও বোলারকে রাখা হয়নি দলে। তরুণ বোলারদের পাঠানো হচ্ছে জিম্বাবোয়ে সফরে।চোটের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। তাঁর পরিবর্তে দলে এসেছেন শিবম দুবে। বাকি দল অপরিবর্তিত রয়েছে।জিম্বাবোয়ে সফরের ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল: শ্রেয়স আয়ার (অধিনায়ক), তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিশন (উইকেটরক্ষক), শিবম দুবে, সূর্যাংশ শেডগে, রিঙ্কু সিংহ, হর্ষ দুবে, বরুণ চক্রবর্তী, প্রিন্স যাদব, যশ ঠাকুর, অশোক শর্মা, ময়ঙ্ক যাদব, প্রভসিমরন সিংহ (উইকেটরক্ষক)।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ জুলাই: নাগরিকদের সব ধরনের মৌলিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আগরতলা পুরনিগম এলাকায় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করার কাজ করছে আগরতলা পুরনিগম। স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণ করার কাজে রাজ্য সরকার কোনও ধরনের আপোষ করতে চায় না। আজ আগরতলার বড়দোয়ালিস্থিত পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্মিত ওয়ার্ড কার্যালয়ের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে ২০১৯ সালের পর থেকে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। অতীতে পুর নিগম এলাকায় সরকারি উদাসীনতায় অনেক জলাশয় ভরাট হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার জায়গা দখল হয়ে গিয়েছিল। তাতে পুরনিগম এলাকায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। গত কয়েক বছরে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং পুরনিগম সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে আগরতলা শহরের উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, পুরনিগম এলাকায় ১৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪টি জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। পুরনিগমের যে সব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয়জলের সুবন্দোবস্ত ছিল না সেসব এলাকায় বর্তমানে বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শহর ও নগর এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সুবিধার জন্য টাউনশিপ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪৮টি ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। লাইট হাউস প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১,২৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৯,৮৭৮টি ঘর দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৭৬ হাজারের বেশি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান ২.০-এর মাধ্যমে আরও ৪,৩০০ ঘর দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহরকে আধুনিক স্মার্টসিটি হিসেবে গড়ে তুলতে স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হবে ৫৮১ কোটি টাকা। বর্ষার জমা জল নিষ্কাশনের জন্য আগরতলা পুরনিগম এলাকায় আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করাই নয়, পুর এলাকাগুলিতে বিকল্প কর্মসংস্থানেও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের মাধ্যমে ৬,৭২৫টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। টুয়েপ প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুর এলাকায় স্বচ্ছতা রক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন সহায়তা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য মানুষ যেন কোনও অবস্থাতেই সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন। রাজ্য সরকার এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে। রাজ্যের উন্নয়নে সবাইকে সামিল হতে তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পুরনিগমের সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ.। পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন কার্যালয় নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

স্কুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ব্যক্তির, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ী মহকুমার আভাংছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় স্কুটি দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাত আনুমানিক ১২টা ৪৫ মিনিটে গুরুতর আহত অবস্থায় রতিমোহন ত্রিপুরাকে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সোমবার রাতে আভাংছড়া এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে টি আর-০৮-বি-৬১৭২ নম্বরের স্কুটি নিয়ে মায়াজয়পাড়ায় নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন রতিমোহন ত্রিপুরা। পথে বৃষ্টির কারণে রাস্তা কাদায় পিচ্ছিল হয়ে থাকায় স্কুটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মঙ্গলবার জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার রাস্তার উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকাবাসীর একাংশ।

জানা গেছে, রতিমোহন ত্রিপুরা ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি)-র একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৩৮ জোলাইবাড়ী মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রতিমোহন ত্রিপুরার অকাল মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল দশা ও সার্ভার বিভ্রাটের প্রতিবাদে সরব তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস

তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই: বিদ্যুৎ এখন আর বিলাসিতা নয়, আধুনিক জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। আলো, পানীয় জল, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। অথচ দিনের পর দিন বিদ্যুৎ পরিষেবায় অনিশ্চয়তা এবং প্রিপেইড বিদ্যুতের রিচার্জ করতে গিয়ে বারবার "সার্ভার ডাউন"-এর অজুহাতে গ্রাহকদের হয়রানির অভিযোগে ক্ষোভ বাড়ছে তেলিয়ামুড়া মহকুমাজুড়ে।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার শান্তিনগর এলাকার কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস। সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল অবস্থা, প্রিপেইড রিচার্জ ব্যবস্থায় ঘনঘন প্রযুক্তিগত বিভ্রাট এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টি তুলে ধরে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন দলের নেতারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, গত কয়েক দিন ধরে অসংখ্য বিদ্যুৎ গ্রাহক দপ্তরে গিয়েও সার্ভার বিভ্রাটের কারণে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করতে পারেননি। ফলে বহু পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গরমে শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সংকট, মোবাইল ফোন চার্জিং, পড়ুয়াদের পড়াশোনা এবং ছোট ব্যবসা-বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনে নামতে হয় এবং সমস্যার সমাধানের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ পর্যন্ত করতে বাধ্য হন সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, প্রশাসন সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিলে এই পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব ছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য, তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অতনু পাল, জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ চন্দ, অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের ব্লক চেয়ারম্যান মিন্টু দেব এবং জেলা কংগ্রেসের সদস্য রাজধন সরকার।

কংগ্রেস নেতৃত্ব অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, প্রিপেইড রিচার্জ ব্যবস্থায় ঘনঘন সার্ভার বিভ্রাটের স্থায়ী সমাধান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছে। নেতৃত্বের বক্তব্য, নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিদ্যুতের মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবায় দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানই এখন সময়ের দাবি।

সার্ভার বিভ্রাট ও বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি নিয়ে টিএসইসিএলের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন, ক্ষতিপূরণের দাবি টিইসিএ-র

আগরতলা, ৭ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে সার্ভার বিভ্রাট, প্রিপেইড মিটার রিচার্জে সমস্যা এবং বিদ্যুৎ বিলের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত চার্জ আরোপের অভিযোগ তুলে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর বিরুদ্ধে ভুতুরিয়া কার্যালয়ে ডেপুটেশন জমা দিল ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিইসিএ)।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দিয়ে অভিযোগ করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে সার্ভার বিকল থাকায় হাজার হাজার প্রিপেইড গ্রাহক অ্যাকাউন্টে টাকা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ রিচার্জ করতে পারছেন না। এর ফলে বহু পরিবার দিনের পর দিন বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

এছাড়াও, গত মে মাস থেকে বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে ফিক্সড চার্জ, ডিউটি চার্জ এবং এফপিপিপিএ চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপছে বলে অভিযোগ ওঠে। সংগঠনের দাবি, এই মূল্যবৃদ্ধির যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং অতিরিক্ত চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সার্ভার সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় গ্রাহকরা শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তীব্র গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানানো হয়।

এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ের বাইরে বহু মহিলা ও প্রবীণ গ্রাহককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকেই জানান, একাধিকবার অফিসে এসেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তাঁদের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে।

টিইসিএ-র পক্ষ থেকে দ্রুত সার্ভার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান, নিরবচ্ছিন্ন রিচার্জ পরিষেবা চালু, বিদ্যুৎ বিলের অতিরিক্ত চার্জ পুনর্বিবেচনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

জনগণনা: মোহনপুরে গণনাকারী সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: আসন্ন জনগণনা-২০২৭-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর বিআরসি হলে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের তিন দিনব্যাপী প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জনগণনার কার্যপদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের নির্ধারিত নিয়মাবলি, ডিজিটাল অ্যাপের ব্যবহার, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জনগণনা কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ ও কাউন্সিলর প্রদীপ দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস, মোহনপুর পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও ধীরপদ দেবনাথ, মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার দাস প্রমুখ। বক্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে জনগণনার দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে মোহনপুর পুর এলাকার ৩৩ জন গণনাকারী এবং ৬ জন সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন।

নিজেদের অর্থে ডাইনিং হল নির্মাণ করলেন ১১ শিক্ষক-শিক্ষিকা

কমলপুর, ৭ জুলাই: শিক্ষকতা শুধু পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবিকতা, দায়িত্ববোধ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মধ্য দিয়েই একজন প্রকৃত শিক্ষকের পরিচয় ফুটে ওঠে। সেই মানবিকতারই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কমলপুর মহকুমার মানিকভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভুবনছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

কোনো সরকারি প্রকল্প বা বিশেষ অনুদানের অপেক্ষা না করে, সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে এবং ব্যক্তিগত অর্থ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের ৯৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য নির্মাণ করেছেন একটি আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন ডাইনিং হল। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য, বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন স্বাস্থ্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে একসঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন করতে পারে।

মঙ্গলবার এক আন্তরিক ও আবেগঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডাইনিং হলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদ্বীপ ঘোষ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিবিড় দেব, শিক্ষক স্বদেশ ঘোষ, বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উদ্বোধনের পর নতুন ডাইনিং হলে সারিবদ্ধভাবে বসে শিক্ষার্থীদের মধ্যাহ্নভোজনের দৃশ্য উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। শিক্ষকদের এই উদ্যোগ শুধু একটি অবকাঠামো নির্মাণ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, বর্তমান সময়ে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত বিরল। তিনি বলেন, 'নিজেদের অর্থ ব্যয় করে শিক্ষার্থীদের জন্য ডাইনিং হল নির্মাণ করে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রমাণ করেছেন, শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান দায়িত্ব ও সেবার নাম। তাঁদের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।' তিনি আরও বলেন, একসময় এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় দেড় মাস পর খুলল ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ১৭টি প্রণামী বাক্স, কড়া নিরাপত্তায় শুরু গণনা

উদয়পুর, ৭ জুলাই: প্রায় এক মাস কুড়ি দিন পর মঙ্গলবার সকালে ঐতিহাসিক মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ১৭টি প্রণামী বাক্স ও সিন্দুক খোলা হয়। কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রণামীর অর্থ গণনার কাজ শুরু হয়, যা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এদিন। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৭ সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। নির্ধারিত নিয়ম মেনেই প্রতিটি প্রণামী বাক্স খুলে অর্থ গণনার কাজ পরিচালিত হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মে প্রণামী বাক্স খোলার সময় মন্দিরে মোট ২০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকারও বেশি অর্থ এবং বিদেশি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। এবারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ও বিদেশি মুদ্রা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেলেও, গণনাকারী দলের সদস্যদের প্রাথমিক অনুমান, আগেরবারের তুলনায় সংগ্রহের পরিমাণ কিছুটা কম হতে পারে।

এবারও প্রণামী বাক্সে বিদেশি মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যটক ও বিদেশি ভক্তদের মধ্যেও মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গণনার দায়িত্বে থাকা ডেপুটি কালেক্টর চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় জানান, নির্ধারিত বিধি মেনেই অর্থ গণনার কাজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে তা সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রণামী বাক্স খোলাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যেও উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

উজান অভয়নগরে তান্ত্রিক এনে বাড়ি দখলের চেষ্টার অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি পরিবারের

আগরতলা, ৭ জুলাই: রাজধানীর উজান অভয়নগর এলাকায় তান্ত্রিকের মাধ্যমে বাড়ি দখলের চেষ্টা, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিবেশী পার্থ পাল ও অঞ্জুবালা পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন বাড়ির মালিক পার্বতী পাল।

অভিযোগ, পার্বতী পালের স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর জমি ও বাড়ি দখলের চেষ্টা করে আসছেন অভিযুক্তরা। পার্বতী পালের দাবি, অঞ্জুবালা পাল, যিনি সম্পর্কে তাঁর জা, এবং তাঁর ছেলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছেন।

পার্বতী পাল জানান, সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে তিনি আগরতলা পুর নিগমে গিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। এরপর থেকেই অভিযুক্তরা বাড়িতে তান্ত্রিক এনে আরও বেশি হয়রানি শুরু করেন বলে তাঁর অভিযোগ।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তরা বাড়িতে এসে তাঁকে মারধর করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। এমনকি তাঁকে হত্যা করে প্রমাণ লোপাট করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পার্বতী পাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত এবং উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান।

পার্বতী পালের মেয়ে জানান, তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই অভিযুক্তরা প্রায় দেড় ঘণ্টা (জমির পরিমাণ সম্পর্কে তাঁর দাবি অনুযায়ী) জমি জবরদখলের চেষ্টা করছেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাতের বেলায় বাড়িতে ঢিল ছোড়া, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁর মাকে মারধরের মতো ঘটনাও ঘটেছে।

পরিবারের দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

ধর্মনগরে বাম ছাত্রনেতার ধানের চারা নষ্ট, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার উপ্তাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এসএফআই-এর মহকুমা সম্পাদক অমরজিৎ দেবের আড়াই কানি জমির ধানের চারা নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে নিজের জমিতে গিয়ে অমরজিৎ দেব দেখতে পান, ধানের চারা ব্যাপকভাবে নষ্ট করে দেওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চা শিল্পের উন্নয়নে ৭২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: আগামী ৯-১০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ২০২৬-এ ত্রিপুরা চা শিল্পে ৭২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগের মৌ স্বাক্ষরিত হবে। ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে চারটি বিনিয়োগ সংস্থার মধ্যে এই মৌ স্বাক্ষর হবে। আজ ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ একথা জানান। তিনি জানান, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথমবার চা শিল্পক্ষেত্রে ৭২৬ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। যে চারটি বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হবে তা হলো মনোওয়ার্ল রিসাইকলিং প্রাইভেট লিমিটেড (১০০ কোটি), মেসার্স ইতিবাচক বার্তা ফাউন্ডেশন (১০০ কোটি), মেসার্স ইনফিডিরেক্ট টেক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (২৬ কোটি) এবং মেসার্স এনডিআর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (৫০০ কোটি)। বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ব্লান্ডিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ইউনিট, পিপিপি মডেলে জৈব চা চাষ, ভেলু এডেড চা উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ, চা ভিত্তিক ইকো ট্যুরিজম এবং চা মিউজিয়াম, টিটিডিসির অধীন চা বাগানগুলির লিজ অথবা পিপিপি ভিত্তিতে পরিচালনা ইত্যাদি।

সাংবাদিক সম্মেলনে টিটিডিসির চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ বলেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এ ত্রিপুরার চা শিল্পে বিনিয়োগের নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। এই উদ্যোগ রাজ্যের চা শিল্পকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পর্যটনের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিমনায় বিজেপি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ ৬৬ পরিবারের ২৫১ ভোটারের

খোয়াই, ৭ জুলাই: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) এলাকায় রাজনৈতিক দলবদলের ধারা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার খোয়াই জেলার সিমনা এলাকায় বিজেপি ছেড়ে ৬৬টি পরিবারের মোট ২৫১ জন ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, টিটিএএডিসির সদস্য (এমডিসি) রবীন্দ্র দেববর্মা এবং দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিপ্রা মথায় স্বাগত জানান রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ও এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা।

নেতৃবৃন্দ নবাগতদের উদ্দেশে দলীয় নীতি ও আদর্শ মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিপ্রা মথার সাংগঠনিক শক্তি আরও সুদৃঢ় করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৫ দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় সিপিআই(এম)-এর গণডেপুটেশন, মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জুলাই: জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে ১৫ দফা দাবি সামনে রেখে মঙ্গলবার বিলোনিয়ায় গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে থানার মোড়ে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদারের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত দলীয় নেতারা ১৫ দফা দাবির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভা চলাকালীন সময়ে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিলোনিয়ার মহকুমা শাসকের হাতে ১৫ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, মধুসূদন দত্ত, রিপু সাহা, মানিক বিশ্বাস, কানু চৌধুরী, পুলক শীল ও বিশ্বজিৎ পাল।

স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে ছিলসামাজিক ভাতা নিয়মিত প্রদান, বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, রাস্তার পাশের নিকাশি নালা পরিষ্কার ও সংস্কার, নিয়মিত রেশন সামগ্রী সরবরাহ, সিএনজি স্টেশন স্থাপনসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক দাবি।

ডেপুটেশন শেষে সিপিআই(এম)-এর বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক জানান, মহকুমা শাসক দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং বিষয়গুলি ঊর্ধতন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন মাসেও মেলেনি সামাজিক ভাতা, কাঠালিয়া গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৭ জুলাই: দীর্ঘ তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পের অর্থ না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন উপভোক্তারা। মঙ্গলবার কাঠালিয়া গ্রামীণ ব্যাংকে গিয়ে দেখা যায়, সকাল থেকেই বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা ও অসহায় মানুষ ভাতার টাকা পাওয়ার আশায় ব্যাংকের সামনে ভিড় জমিয়েছেন। কিন্তু দিনের শেষে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হয়েছে অধিকাংশকেই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা-সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অর্থ গত তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। ফলে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকেই এই ভাতার টাকার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন।

ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা শেফালী মজুমদার জানান, তিনি শুধুমাত্র এই ভাতার টাকার ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করেন। তিন মাস পেরিয়ে চার মাস হতে চললেও এখনও তার অ্যাকাউন্টে কোনও অর্থ জমা পড়েনি। প্রতিবার ব্যাংকে এসে একই উত্তর শুনতে হচ্ছে। ব্যাংকে যাতায়াত করতেই প্রতিবার ৬০ থেকে ৭০ টাকা গাড়ি ভাড়া খরচ হচ্ছে, অথচ কোনও সমাধান মিলছে না।

ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে এখনও ভাতার অর্থ জমা পড়েনি। কেন অর্থ আসছে না, সে বিষয়ে ব্যাংকের কাছে কোনও তথ্য নেই। এ ব্যাপারে সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

একই সমস্যার কথা তুলে ধরেন নিদয়া এলাকার স্বামী-পরিত্যক্তা তুলসী রায়। তিনিও জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভাতার টাকা না পাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। প্রতিবার ব্যাংকে এসেও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে।

কালিখলা এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা পদ্মলোচন ত্রিপুরা জানান, গত তিন মাসে শুধু ব্যাংকে আসা-যাওয়ার জন্যই ধার করে প্রায় ৫০০ টাকার বেশি খরচ করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ভাতার অর্থ পাননি। এতে তিনি চরম হতাশ হয়ে পড়েছেন।

দুর্লভ নারায়ণ এলাকার খাগা খাতুনও জানান, বিধবা ভাতার টাকা তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চালাতে তিনি এখন চরম সংকটের মধ্যে রয়েছেন।

মঙ্গলবার ব্যাংকের সামনে উপস্থিত বহু উপভোক্তার চোখেমুখে ছিল উদ্বেগ ও হতাশার ছাপ। কেউ বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করছেন, কেউ আবার বারবার ব্যাংকের কর্মীদের কাছে খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু সবারই উত্তর এক, এখনও টাকা আসেনি।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে বকেয়া ভাতার অর্থ উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হোক। অন্যথায় আর্থিক সংকটে থাকা হাজার হাজার অসহায় মানুষ আরও বিপদের মুখে পড়বেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও দ্রুত পদক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas